Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের জীবনে তাসাউফ এর গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো আবু ইউসুফ সিদ্দিকী

রোলঃ ২১৫০০২৪২

২ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের জীবনে তাসাউফ এর গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো আবু ইউসুফ সিদ্দিকী

রোলঃ ২১৫০০২৪২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মুমিনের জীবনে তাসাউফ এর গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মো আবু ইউসুফ সিদ্দিকী, আইডিঃ ২১৫০০২৪২ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "মুমিনের জীবনে তাসাউফ এর গুরুত্ব" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মো: আবু ইউসুফ সিদ্দিকী

(স্বাক্ষর)

মো আবু ইউসুফ সিদ্দিকী

আইডিঃ ২১৫০০২৪২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভুমিকা	৬
মুমিন এর পরিচয়	৭
মুমিন এর গুনাবলী	৯
তাসাউফ কি এবং তার পরিচয়	১৫
তাসাউফ এর উৎপত্তি	১৬
বিশিষ্ট ইমাম, ওলামা মাশায়েখ ও আলেমগণের দৃষ্টিতে তাসাউফ	১৭
মুমিন এর জীবনে তাসাউফের গুরুত্ব	২১
মুমিন কিভাবে তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করবে	২৩
তাসাউফ অর্জনে পরিকল্পনা	২৫
তাসাউফ অর্জনের জন্যে আমল	২৯
তাসাউফ অর্জন করতে কি আলেম মাশায়েখদের সহবত প্রয়োজন?	৪০
তাসাউফ সম্পর্কে বর্তমান মুসলিম সমাজের ধারণা	৪৫
উপসংহার	৫১
গ্রন্থপঞ্জী/ তথ্যসুত্র	৫৫

ভূমিকা

এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তার পরও এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে মানুষের চাওয়া পাওয়ার যেন শেষ নেই। সবাই চায় একটি অর্থপূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত জীবন। আর কুর আন এর ভাষায় মুমিন ব্যাক্তি সফলকাম মানুষ যদি সে আখেরাতে সফল হয়। মুমিন তাকে বলা হয় যিনি আল্লাহ তায়ালাকে একইসঙ্গে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন আবার সবচেয়ে বেশি ভয় পান। একজন মুমিনের ধ্যান-জ্ঞান ইচ্ছা সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হবেন এক আল্লাহ। আল্লাহর নির্দেশনাবলী সে এমনভাবে মান্য করবে যেন এটাই তার অভ্যাস–আল্লাহর চাওয়াই তার চাওয়া, আল্লাহকে পাওয়াই তার পাওয়া।

কুরআন এর অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে যেখানে তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে এবং হাদিসের ভাষায় যাকে ইহসান বলা হয়েছে। পরবর্তীতে ইলমে তাসাউফ বা তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি নামে পরিচিত হয়েছে। তাছাড়া সাহাবায় কেরাম, হক্কানী আলেম ও আওলিয়াদের জীবন থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তাসাউফ সত্য। তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ ও পূত-পবিত্র হয়। মানবিক গুণাবলি অর্জন করা সহজ হয়। মুমিনের জন্যে তার আত্মা পরিশুদ্ধ করা দরকার এবং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা ‘আলার পরিচয় লাভের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির জ্ঞান অর্জন করতে তাসাউফ চর্চা অবশ্যই দরকার।

একজন মুমিনের উচিত রাসুল (সা) এর সুন্নত অনুসরণ করে তাসাউফ চর্চা করা এবং তাসাউফ চর্চা সকল মুমিনের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া।

এই গবেষণা মুলক কাজটি করতে আমি অনেক কিতাব, প্রবন্ধ, অন লাইন এর লেখা অধ্যয়ন করেছি এবং কুরআন এর বিভিন্ন সুরার আয়াত এর অর্থ, হাদিসের অর্থ এখানে লিখেছি। যে সব মহান আলেম/ইমাম/মুহাদ্দিস/পীর-মাশায়েখ/ওস্তাদদের কথা রেফারেন্স হিসাবে হয়তো দেয়া হয়েছে তাদের নিকট কৃতজ্ঞ এবং আল্লাহ তাদের সকল্ কে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমার লেখায় কোথাও কোন ভুল থাকলে সেইটা একান্ত আমার লেখার/বুঝার ভুল যা আমার অনিছছাকৃত এবং সময়ের কমতি থাকায় ভুল শুদ্ধ করতে হয়তো পারি নাই। তাই আমি আন্তরিক ভাবে দুংখিত।

মুমিন এর পরিচয়

মুমিন একটি আরবি শব্দ যা ঈমান শব্দ থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসী, ঈমানদার, আস্থাজ্ঞাপনকারী ইত্যাদি। এই দ্বারা একজন খাঁটি অনুগত মুসলমানকে বুঝায় যে দৃঢভাবে ইসলামকে মনের মধ্যে ধারণ করেছে এবং মহান আল্লাহর কাছে নিজেকে পূর্ণরুপে সমর্পণ করেছে। ইসলামী পরিভাষায়, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর একত্ববাদে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর নির্দেশ মেনে সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে তাকে মুমিন বলে। মুমিন জন্মগত ও বংশীয় পরিচয় নয়, বিশ্বাস ও কর্মে তা অর্জন করতে হয়।

রাসূল (সাঃ) বলেন, মুমিন সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর খুশির জন্য বন্ধুত্ব করে ও দুশমনি করে এবং আল্লাহর খুশির জন্য দান করে ও দান করা বন্ধ রাখে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে, “কোন ব্যক্তি যদি ঈমান আনয়নের পর ঈমান অনুযায়ী আমল করে তবে সেই হবে, প্রকৃত মুমিন।”

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুমিন তাকেই বলা হয় যে, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, পুনরুত্থান দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকদীরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।

মুমিন সেই ব্যাক্তি যিনি আল্লাহ তায়ালাকে একইসঙ্গে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন আবার সবচেয়ে বেশি ভয় পান। একজন মুমিনের ধ্যান-জ্ঞান ইচ্ছা সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হবেন এক আল্লাহ। আল্লাহর নির্দেশনাবলী সে এমনভাবে মান্য করবে যেন এটাই তার

অভ্যাস—আল্লাহর চাওয়াই তার চাওয়া, আল্লাহকে পাওয়াই তার পাওয়া। এক মুমিন কখনোই অপর মুমিনের প্রতি অন্যায়-অবিচার করবে না। এবং কেউ যদি অন্যায়-অবিচার করে, মুমিনের প্রতি দায়িত্ব তার ভাইকে মুক্ত করে ইনসাফ কায়েম করা।

কোরআন ও হাদিসে এ প্রকৃত মুমিনের পরিচয় বর্ণিত হয়েছে এভাবেঃ

- ✓ আল্লাহ বলেন, "আলিফ লাম মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের (মুমিনদের) জন্য, যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।" [সুরা আল-বাকারাহ – ২:১-৫]
- ✓ আল্লাহ বলেন, "সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণে র উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্নীয়-স্ব জন, এতীম-মিসকীন , মুসাফির ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য ধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার (মুমিন)।" [সুরা আল-বাকারাহ - ২:১৭৭]
- ✓ আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আর যারা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় (আনসার) দান করেছে ও সাহায্য (অভাবীদের) করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক।' (সুরা আনফাল : ৭৪)

মুমিন এর গুনাবলী

কুরআন ও হাদিসে মুমিনের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা পাই, সেইগুলি নিচে আলোচনা করা হলোঃ

- ✓ **আল্লাহর ভয়ে ভীত :** মুমিন সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন, 'প্রকৃত মুমিন তারাই যখন তাদের কাছে আল্লাহর নাম নেয়া হয়, তখন তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের কাছে তাঁর (কুরআনের) আয়াত পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের প্রভুর ওপরই ভরসা করে। তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমার দেয়া রুজি থেকে (আল্লাহর পথে) খরচ করে। তারাই হলো সত্যিকারের মুমিন' (সূরা আনফাল : ২-৪)।
- ✓ **দেহমন পবিত্র :** ঈমানদার ব্যক্তির দেহমন পবিত্র ও পরিশুদ্ধ। কেননা, সে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক পবিত্রতা অবলম্বন করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালোবাসেন' (সূরা বাকারাহ, আয়াত-২২২)।
- ✓ **সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ :** আল্লাহ বলেন, 'কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না' (সূরা বাকারাহ : ১৫২)। তিনি আরো বলেন, 'যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে, যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য' (সূরা নিসা : ১০৩)।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, 'তোমাদেরকে কি এমন একটি উত্তম আমলের সংবাদ দেবো যা তোমাদের মালিকের কাছে অধিকতর পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক, স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যয় করা থেকেও তোমাদের জন্য উত্তম, শত্রুর সাথে মোকাবেলা করে গর্দান দেয়া-নেয়া থেকে উত্তম? তারা বলল, হ্যাঁ অবশ্যই বলবেন।

তিনি বললেন, জিকরুল্লাহ। অর্থাৎ সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা' (তিরমিজি ৫/৪৫৯)।

- ✓ **নেক কাজে সর্বদা লেগে থাকে :** আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং স্বীয় পালনকর্তার সমীপে বিনতি প্রকাশ করেছে তারাই বেহেশতবাসী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে' (সূরা হুদ - ২৩)। আল্লাহ বলেন, "আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।" [সুরা তাওবা - ৭১] আল্লাহ বলেন, "তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং আল্লাহর দেওয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী। বস্তুতঃ সুসংবাদ দাও মুমিনদেরকে। [সুরা তাওবা - ৯:১১২]

হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, 'একজন মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহও তার সাহায্যে হাত বাড়িয়ে রাখেন' (সহিহ মুসলিম, নাসায়ি ও তিরমিজি)

- ✓ **সালাতের প্রতি যত্নশীল :** আল্লাহ বলেন, 'যারা নিজেদের নামাজে বিনয়াবনত হয় এবং নিজেদের সালাতগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে' (সূরা মুমিনুন : ২ ও ৯)। আল্লাহ বলেন, 'বলো, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য' (সূরা আনয়াম : ১৬২)।

হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমার সালাত থেকে অপর জুমার সালাত এবং এক রমজান মাসের সিয়াম থেকে অপর রমজান মাসের সিয়াম সেসব গুনাহের জন্য কাফফারা হয়, যা এর মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে থাকে; যখন কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়' (সহিহ মুসলিম-২৩৩)।

আবুযর রা: থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি তার সালাতে দণ্ডায়মান থাকাকালীন পর্যন্ত রহমতের দৃষ্টিপাত করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত না করে। যখন সে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন আল্লাহ তায়ালাও তার থেকে রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন' (আন-নাসায়ি, হাদিস নং ১১৯৫)।

যারা তাদের নামাজে আন্তরিকভাবে বিনীত। প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিন নামাজে 'খুশু ' অবলম্বন করে। নামাজ ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মুমিনের চক্ষু-শীতলতা। আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনেক বড় একটি মাধ্যম। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'নামাজে রাখা হয়েছে আমার চোখের শীতলতা।' (সুনানে নাসায়ী, হাদিস : ৩৯৪০)

- ✓ **অনর্থক কাজ কর্ম করা বিরত থাকেঃ** আল্লাহ বলেন, "যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত," [সুরা মু' মিনুন - ২৩:৩]

যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। মুমিনের বিশেষ একটি গুণ হলো সে অনর্থক কথা-বার্তা থেকে বেঁচে থাকে। হাদিস শরিফে এসেছে, 'সুন্দর মুসলিম হওয়ার একটি নিদর্শন হলো, অর্থহীন কাজ ত্যাগ করা।' (তিরমিজি, হাদিস ২৩১৮)

রাসূল সা: বলেন, 'কোনো ব্যক্তি যখন অনর্থক বিষয় ত্যাগ করে, তখন ব্যক্তির ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়' (মারেফুল কুরআন-পৃষ্ঠা-৯১৩)।

- ✓ **যাকাত প্রদানকারী :** আল্লাহ বলেন, " যারা যাকাত দান করে থাকে" [সুরা মু ' মিনুন - ২৩:৪]

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। এটি বিত্তবানদের ওপর ফরজ। খলিফা হজরত আবু বকর রা:-এর সময় যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তিনি।

পবিত্র কুরআনে নামাজ এবং যাকাতের কথা ৮২ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

- ✓ **পাপ থেকে দূরে থাকে :** প্রকৃত মুমিন আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক রাসূল সা:-এর সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করে। সব প্রকার পাপকাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চেষ্টা চালায়। আল্লাহ পাক বলেন, '(মুমিন) পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে। নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে' (সূরা মুমিনুন, আয়াত-৩ ও ৫)।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য শুদ্ধতর। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত। এবং মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফজত করে।' (সুরা নুরঃ ৩০-৩১)

আল্লাহ বলেন, 'আর যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে। এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।'' (সুরা আশ শুরাঃ ৩৭)

সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ (জিহবা) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ (গুপ্তাঙ্গ) সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেবো' (বুখারি ৬৪৭৪, ৬৮০৭, তিরমিজি ২৪০৮, আহমাদ ২২৩১৬)।

- ✓ **বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করে :** মুমিন তার ঈমানের দাবি অনুসারে বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের স্নেহ করে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, 'যারা ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না তারা আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়' (আবু দাউদ: ৪৮৪২)।

- ✓ **পরোপকারে নিয়োজিত :** মুমিন ব্যক্তির জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নিজের জীবনকে অপরের কল্যাণে বা পরোপকারে বিলিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'সুতরাং তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো এবং (তাঁর কথা) শ্রবণ করো ও (তাঁর) আনুগত্য করো এবং (তাঁর পথে) ব্যয় করো; এতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। যারা তাদের আত্মার কৃপণতা (স্বার্থপরতা ও লোভ) থেকে

মুক্ত, তারাই সফলকাম। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণদান করো তবে তিনি তোমাদের জন্য তা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন; আর আল্লাহ অতিশয় গুণগ্রাহী, পরম সহনশীল' (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত : ১৬-১৭)।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, 'তোমরা জগদ্বাসীর প্রতি সদয় হও, তাহলে আসমানের মালিক আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি সদয় হবেন' (তিরমিজি: ১৮৪৭)। একজন মুমিন আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে সবসময় উত্তম আচরণ করবে। সবসময় পরোপকারের বাসনা তার মনে জীয়ন্ত থাকবে। তার কোনো ভুলত্রুটি যদি অন্য কোনো মুমিন ভাই দেখিয়ে দেয়, বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করে সংশোধনে সচেষ্ট হবে। আল্লাহর রাসুল (সা.) এরশাদ করেন: এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ এবং এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। (সুনানে আবু দাউদ ৫/৩২০)

- ✓ **আত্মসমালোচনা করে :** প্রকৃত মুমিন নিজের কৃতকর্মের ব্যাপারে নিজে সচেতন। প্রতিদিনকার কর্মকাণ্ডে কোনটি সঠিক কোনটি বেঠিক এ নিয়ে আত্মসমালোচনা করে। আত্মসমালোচনার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামীকালের জন্য (অর্থাৎ আখিরাতের জন্য) সে কী প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা। আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদের আত্মভোলা করে দিয়েছেন (অর্থাৎ তারা কোন কাজটি ভালো, কোনটি মন্দ তা বাছাই করা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে)। নিশ্চয়ই তারা ফাসিক' (সূরা হাশর, আয়াত-১৮)। হাদিসে এসেছে, হজরত ওমর রা: বলেন, 'তোমরা নিজেদের আমলনামার হিসাব নিজেরাই গ্রহণ করো, চূড়ান্ত হিসাব দিবসে তোমাদের কাছ থেকে হিসাব গৃহীত হওয়ার আগেই। আর তোমরা তোমাদের আমলনামা মেপে নাও চূড়ান্ত দিনে মাপ করার আগেই। কেননা, আজকের দিনে নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করতে পারলে আগামী দিনের চূড়ান্ত মুহূর্তে তা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। তাই সেই মহাপ্রদর্শনীর দিনের জন্য তোমরা নিজেদের সুসজ্জিত করে নাও, যেদিন তোমরা

(তোমাদের আমলসহ) উপস্থিত হবে এবং তোমাদের কিছুই সে দিন গোপন থাকবে না' (তিরমিজি: ২৪৫৯)।

- ✓ **আমানত রক্ষাকারীঃ** আল্লাহ বলেন, "এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে।" [সুরা মু' মিনুন - ২৩:৮] আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও।" [সুরা নিসা - ৪:৫৮]

বস্তুত : জীবন চলার পথে যে সকল মুমিন সৌভাগ্যবান বলে বিবেচিত হন, তাদের পরিচয় ও রাসূলুল্লাহ (সা:) প্রদান করেছেন। হযরত সুহাইর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, মুমিনের অবস্থা এত বিস্ময়কর প্রকৃতির হয়ে থাকে যে, তার সকল অবস্থা ও কাজই কল্যাণকর। আর এই সৌভাগ্য মুমিন ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারে না। সে যদি সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকে, তাহলে শুকরিয়া আদায় করে। এ অবস্থা তার জন্য উত্তম। আর সে যদি দারিদ্র্য, অসুস্থতা এবং দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়, তাহলে ধৈর্য ধারণ করে এটাও তার জন্য কল্যাণকর। (সহীহ মুসলিম ৪/২৯৯৯)।

মুমিন ব্যক্তিই প্রকৃতই ভালোবাসার প্রতীক। এতদপ্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, মুমিন মহব্বত ও দয়ার প্রতীক। ওই ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই যে কারো সাথে মহব্বত রাখে না এবং মহব্বত প্রাপ্তও হয় না। (মুসনাদে-আহমাদ: ১/১৮০)। আল্লাহর রসুল (সা.) বলেন, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও কোমলতায় মুমিনের উদহারণ হলো একটি দেহের মতো। যখন তার একটি অঙ্গে ব্যথা হয়, তখন তার সারা শরীর বিনিদ্রা ও জ্বরাক্রান্ত হয়ে দুঃখে সমান অংশীদার হয়। (সহিহ বুখারি, হাদিস ১০/ ৪৩৮)

মুমিন যখন কথা বলবে, খুবই নরম আওয়াজে বলবে। গিবত ও পরনিন্দা করবে না। গালি দিবে না। কাউকে ছোট করে কথা বলবে না। কখনো কাউকে কথা বা কাজে আহত করবে না। আল্লাহর রসুল বলেন, প্রকৃত মুসলমান সে যার হাত ও জবান থেকে অন্যান্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। (সহিহ বুখারি, হাদিস ১/৫৩)

ঈমান, ইখলাস, তাকওয়া, তাসাউফ (তাজকিয়া / ইহসান) অর্জনের মাধ্যমে ইসলামে বা আত্মসমর্পণ করা সফল মুমিনের গুণাবলি।

তাসাউফ কি, এবং তার পরিচয়

তাসাউফ বর্তমান দুনিয়ার একটি পরিচিত পরিভাষা। এই তাসাউফ পরিভাষা ইলমে তাসাউফ নামে ও পরিচিত এবং এই শব্দটাকে কুরআনে বলা হয়েছে 'তাযকিয়ায়ে নফস' । হাদীসে যাকে বলা হয়েছে 'ইহসান' । আর শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ). যাকে বলেছেন 'আখলাকে ইহসান' ।

মানুষের প্রকাশ্য কার্যাবলীর সম্পর্ক ফিকহের সাথে, আর অন্তরের অবস্থার সাথে সম্পর্ক তাসাউফের। মানুষের সামগ্রিক কাজের যে অংশটি চোঁখে দেখা যায়না, যার সম্পর্ক কেবল মন এবং মানসিক অবস্থার সাথে, মানসিক সেই অবস্থাকে পবিত্রকরণ এবং আল্লাহমুখী করার কার্যক্রমই তাসাউফ।

'তাসাউফ' আরবি শব্দ। এর উৎস মূল নিয়ে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। আভিধানিক অর্থ সুফিবাদ, আধ্যাত্মিকতা, আত্মশুদ্ধি । মুসলিম দর্শনে 'তাসাউফ' সুফিবাদ নামে খ্যাত।

কেউ কেউ বলেছেন, এটা صوف (সূফ) শব্দ থেকে আগত। এর অর্থ পশম। পশমি বস্ত্র সরলতা ও আড়ম্বরতাহীনতার প্রতীক হিসাবে মানুষ মনে করত। কারো কারো মতে تصوف শব্দটি صفا শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা। এ অর্থে যারা তাসাউফ চর্চা করতেন তারা হচ্ছেন পবিত্র-পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী। কারো কারো মতে, শব্দটি صف (সফ) থেকে উৎকলিত। এর অর্থ কাতার বা সারি। এ অর্থে ঐ ব্যাক্তি হচ্ছেন মর্যাদাসম্পন্ন প্রথম কাতারের মানুষ । আবার কেউ কেউ বলেন, তাসাউফ পন্থীদেরকে এজন্য সুফি বলা হয় যে, তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের বেলায় প্রথম সারিতেই রয়েছেন । কেউ কেউ বলেছেন, 'সূফী শব্দটি সুফ্ফাহ্ থেকে গৃহীত। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে মসজিদে নববী এর

একপাশে কিছু সাহাবী সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করতেন, যাঁরা 'আসহাবে সুফ্ফা' নামে পরিচিত। ইসলামের ইতিহাসে এখান থেকেই সুফীবাদ শব্দটির উৎপত্তি বলে তাঁদের ধারণা এবং তাসাউফ শব্দের সৃষ্টি। কেননা, সুফীগণও এ ধরনের সাধনার মাধ্যমে পবিত্র আত্মার অধিকারী।

উল্লেখ্য, 'সূফী' 'সুফ্ফা' থেকে নির্গত হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়- প্রায় সত্তরজন সাহাবী, যাঁরা মসজিদে নববীতে এক প্রকোষ্ঠে অবস্থান করতেন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন।রাসুল (সা.) ও তার সাহাবারা বিলাসিতার পরিবর্তে সাদাসিধা পোশাক পরিধান করতেন। তাই সাদাসিধা জীবন যাপনকারী ব্যক্তিরা মুসলিম দর্শনে সূফি নামে অভিহিত।

তাসাউফ বা সুফিবাদের পারিভাষিক বর্ণনায় শাইখুল ইসলাম জাকারিয়া আল আনসারী (রা.) বলেন, ইসলাম দ্বারা অনন্ত সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়া এবং মানুষের জাহির ও বাতিন গঠন করা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, তাকে তাসাউফ বা ইলমে তাসাউফ বলা । তাসাউফ হলো দ্বীনি ইলমের বিশেষ একটি অধ্যায়। তাসাউফ চর্চা করার মাধ্যমে মুমিনের হৃদয় বা ক্বলব আলোকিত হয়।

তাসাউফের উৎপত্তি

তাসাউফ হল ইসলামী শরীয়তের মগজ । এটা ইসলামের অবিচ্ছেদ অংশ । তাসাউফ ছাড়া শরীয়ত অন্তঃসার শুন্য হয়ে পড়ে । কুরআন সুন্নাহ থেকেই তাসাউফের উৎপত্তি। আহম্মদ বিন হাম্বল, সুফিয়ান ছাউরী, আবু সুলাইমান আদ দারানির মতে, তাসাউফের ব্যবহার কুরুনে সালাসাতেও ছিল। অনুরূপ মন্তব্য করেন শায়েখ হাসান বসরী (রা) ।

বিভিন্ন ইতিহাসের বই ঘেটে দেখা যাচ্ছে তাসাউফের পরিভাষা শুরু হয়েছে হিজরির দ্বিতীয় শতকে কিন্তু প্রকৃত তাসাউফের ব্যবহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই শুরু হয়েছে তখন অন্য নামে পরিচিত ছিল। তখন এটা তাযকিয়াতুন

নাফস, যুহদ ও ইহসান নামে খ্যাত ছিল। পরবর্তীতে এ ইলম ইল্মুত তাসাউফ নাম পরিগ্রহ করে। সে যুগে আল্লাহর অভিমুখী মানুষদেরকে যাহেদ, আবেদ, নাসেক ইত্যাদি বলা হতো।

আল্লাহ বলেন, "তিনিই আল্লাহ যিনি উম্মীদের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদের নিকট তার আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করবেন তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা প্রদান করবেন যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল।" [সুরা জুম' য়া – ২]

এছাড়া আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে ইহসান সম্পর্কে শুনি যে, ইহসানের মর্যাদা ইসলাম ও ঈমানের চেয়েও অনেক উচ্চ। ইহসান সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "(ইহসান হলো) তুমি এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। আর যদি তুমি আল্লাহকে নাও দেখ তবে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। তাই তখন এটা তাযকিয়া ও ইহসান নামে পরিচিত ছিল যারা তাসাউফ শব্দ সম্পর্কে পরিচিত নন বা তাসাউফ মানতে চান না তাদেরকে বলব তাসাউফের পরিবর্তে উনারা তাযকিয়া বা ইহসান অর্থে এই ইলম শিখতে পারেন এবং অনুশীলন করতে পারেন।

বিশিষ্ট ইমাম, ওলামা মাশায়েখ ও আলেমগণের দৃষ্টিতে তাসাউফ

তাসাউফ ইসলামের কতটুকু গুরুত্তপুর্ন অংশ এবং তাসাউফ বলতে কি বুঝানো হয় সেই সম্পর্কে বিশিষ্ট ইমাম, ওলামা মাশায়েখ ও আলেমগণের বিভিন্ন মত আছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের মতামত নিচে বর্নিত হয়েছেঃ

✓ আধ্যাত্মিক জগতের মহান দিকপাল অলীকুল সম্রাট হযরত শায়খ আবদুল কাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাসাউফ সম্পর্কে বলেছেন-

اَلتَّصَوُّفُ اَرْبَعَةُ اَحْرُفٍ تَاءٌ وَصَادٌ وَوَاءٌ وَفَاءٌ ـ فَالتَّاءُ مِنَ التَّوْبَةِ وَهُوَ عَلٰى وَجْهَيْنِ تَوْبَةُ الظَّاهِرِ وَتَوْبَةُ الْبَاطِنِ ـ وَالصَّادُ مِنَ الصَّفَا وَهُوَ اَيْضًا عَلٰى وَجْهَيْنِ صَفَاءُ الْقَلْبِ وَصَفَاءُ السِّرِّ فَصَفَاءُ الْقَلْبِ اَنْ يَصْفِىَ قَلْبُه مِنَ الْكُدُوْرَاتِ الْبَشَرِيَّةِ مِثْلُ الْعَلاَئِقِ الَّتِىْ تُحْصَلُ فِى

الْقَلْبِ مِنْ كَثْرَةِ الْاَكْلِ وَالشَّرَبِ وَالْمَنَامِ وَالْكَلاَمِ وَالْمُلاَخَطَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ الخـ وَاَمَّا صَفَاءُ السِّرِّ فَهُوَ بِالْاِجْتِنَابِ عَمَّا سِوَى اللهِ تَعَالٰى ـ وَاَمَّا الْوَاوُ فَهُوَ مِنَ الْوَلاَيَةِ ...الخـ وَنَتِيْجَةُ الْوِلاَيَةِ اَنْ يَّتَحَقَّقَ بِاَخْلاَقِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلاَمُ تَخَلَّقُوْا بِاَخْلاَقِ اللهِ تَعَالى ـ وَاَمَّا الْفَآءُ فَهُوَ الْفَنَآءُ فى اللهِ جَلَّ جَلاَلُهُ فَاِذَا فَنَتْ صِفَاتُ الْبَشَرِيَّةِ تَبْقى صِفَاتُ الْاَحَدِيَّةِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ لاَ يَفْنٰى وَلاَ يَزُوْلُ فَبَقِىَ الْعَبْدُ الْفَانِىَ مَعَ الرَّبِّ الْبَاقِىْ وَمَرْضِيَاتِهِ الخـ

অর্থাৎ تَصَوُّفٌ (তাসাউফ) শব্দটি হচ্ছে আরবী চারটি বর্ণের সমষ্টিঃ প্রথম বর্ণ ت (তা), দ্বিতীয় বর্ণ ص (সোয়াদ), তৃতীয় বর্ণ و (ওয়াও) এবং চতুর্থ বর্ণ ف (ফা)। প্রতিটি বর্ণ মাহাত্ম্য জ্ঞাপক। যেমন 'তা' বর্ণ تَوْبَة (তাওবাহ্) এর দিকে ইঙ্গিতবহ। 'তাওবাহ্' দু' প্রকার- বাহ্যিক তাওবাহ্ ও অভ্যন্তরীণ তাওবাহ্; ص সোয়াদ বর্ণ দ্বারা صَفَا -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়। এর অর্থ পরিচ্ছন্নতা। এটিও দু'প্রকারঃ ক্বলবের পরিচ্ছন্নতা ও অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা। ক্বলব বা অন্তরের পরিচ্ছন্নতা হলো মানবীয় পঙ্কিলতা থেকে অন্তর পবিত্র হওয়া, যা সাধারণত মানুষের অন্তরে পাওয়া যায়, যেমন অধিক পানাহার, অধিক নিদ্রা, অধিক কথা বলা ও দুনিয়ার সাথে অধিক সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি। আর অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা হলো, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে অন্তরাত্মাকে মুক্ত রাখা। আর واو (ওয়াও) বর্ণ দ্বারা (বেলায়ত) ولاية বুঝায়। বেলায়তের সারকথা হলো, বান্দা নিজেকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা। যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ''তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।'' 'তাসাউফ' শব্দের সর্বশেষ বর্ণ فاء; এটা দ্বারা فَنَافِى اللهِ -এর দিকে ইঙ্গিত করা যায়। অর্থাৎ বান্দা নিজেকে আল্লাহ্তে বিলীন করে দেওয়া। যখন মানবীয় গুণ বিলীন হয়ে যায়, তখন খোদায়ী গুণ বিকশিত হয়। আল্লাহ্র সত্তায় বিলীনতা নেই। সুতরাং ধ্বংসশীল বান্দা চিরন্তন সত্তার সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানে স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারে।

- ✓ হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আবূ তালিব (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে বর্ণিত, ''তাসাউফ' অনুপম সুন্দর চরিত্রের নাম। যাঁর চরিত্র যত বেশী সৌন্দর্যমন্ডিত, তিনি তাসাওফের ততবেশি উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হবেন।''

- ✓ হযরত আবুল হুসাইন আননূরী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, "সমষ্টিগতভাবে আত্মার কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ পরিত্যাগ করার নামই তাসাউফ।"
- ✓ শায়খ আবুল হাসান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, "তাসাউফ নিছক প্রথাগত বিদ্যা ও কেবল একটি শাস্ত্রের নাম নয়; বরং চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের নাম তাসাউফ।"
- ✓ শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী তাসাউফ প্রসঙ্গে বলেন, "তাসাউফ এমন এক শাস্ত্রের নাম, যে শাস্ত্রের চর্চায় আত্মার পবিত্রতা, চারিত্রিক পরিশুদ্ধি, চিরস্থায়ী কল্যাণ ও সৌভাগ্য অর্জনের নিমিত্তে আন্তরিক ও বাহ্যিক উৎকর্ষ ও সংস্কার সাধনের জ্ঞান অর্জিত হয়।"
- ✓ প্রখ্যাত সূফীসাধক হযরত ইমাম মা'রূফ কারখী (ওফাত ৮১৫খ্রি.) বলেন, "তাসাউফ হচ্ছে হাক্বীক্বত তথা সত্যকে গ্রহণ করা এবং মানুষের হাতে যা আছে, তা অর্জন থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়া।"
- ✓ ইমাম গাযালি (র) বলেন, "তাসাউফ এমন এক বিদ্যা যা মানুষকে পাশবিকতা থেকে উন্নীত করে মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়।"
- ✓ বিশ্ববিখ্যাত সূফি যুননুন মিসরি (র) বলেন- "আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর সব কিছু বর্জন করাই হলো তাসাউফ।"
- ✓ জুনায়েদ বাগদাদি (র) বলেন- "তাসাউফ হলো জীবন মৃত্যুসহ সকল বিষয়ে আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া।"
- ✓ বায়েজিদ বোস্তামি (র) বলেন- "আল্লাহর ইবাদতে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হওয়া এবং নৈকট্য লাভের উদ্দেশে পৃথিবীর সকল দুঃখ-কষ্ট সানন্দে গ্রহণ করার নাম তাসাউফ।
- ✓ ইমাম মালেক (রা) বলেন, যে ব্যক্তি শুধু ফিকহ এর ইলম শিখল কিন্তু তাসাউফ হাসিল করল না, সে ফাসিক । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শুধু তাসাউফের ইলম হাসিল

করল কিন্তু ফিকহ শিখলো না, সে ধর্মদ্রোহী । যে এ উভয় বিষয়ের ইলম লাভ করল সে যথার্থ কাজই করল।

- ✓ আবু তালিব আল-মক্কি (রা) বলেন, ইলমুল ফিকহ এবং ইলমুত তাসাউফ এমন দুটি ইলম, যার একটি থেকে অন্যটি আলাদা নয় বরং অঙ্গাঅঙ্গী ভাবে জড়িত । যেমন ঈমান ও ইসলাম। ঈমান ও ইসলাম একের সাথে সাথে অন্যটি এমনভাবে জড়িত যেমন মানুষের শরীর ও আত্মা । এর একটি হতে অন্যটি আলাদা হতে পারে না।
- ✓ ইমাম আবু হানিফা (রা) বলেন, ফিকহ হল নফসের পরিচয় লাভ করা এবং নফসের মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয় দিকের সম্যক জ্ঞান লাভ করা ।

তাসাউফ হলো অন্তরের বিভিন্ন পাশবিক প্রবৃত্তি তথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, পরশ্রিকাতরতা প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর পরিচয়, তাঁর প্রেম ও নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করা । আর এ চেষ্টা করার সাধনাকেই তাসাউফ বলা হয়। তাসাউফ শব্দটি ইলমে তাসাউফ নামেও পরিচিত।

তাই দেখা যাচ্ছে ইলমে আকাইদ একই জিনিস প্রাথমিক যুগে একই প্রকার ইলম হিসেবে গণ্য করা হতো। পরবর্তীকালে এটা দুটি ভিন্ন ভিন্ন নাম পরিগ্রহ করে। কুর আন এ যে বিষয়কে "তাযকিয়া" বা "তাযকিয়তুন নফস" অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি বলা হয়েছে এবং হাদিসে যে বিষয়কে "ইহসান" বলা হয়েছে একই বিষয় বর্তমানে তাসাউফ বা ইলমে তাসাউফ নামে পরিচিত।

তাই আমার লেখার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ("তাযকিয়া" বা "তাযকিয়তুন নফস" বা আত্মশুদ্ধি বা ইহসান বা তাসাউফ বা ইলমে তাসাউফ) ব্যাবহার করা হয়েছে।

মুমিন এর জীবনে তাসাউফের গুরুত্ব

তাসাউফ শরীয়ত থেকে আলাদা নয় বরং তাসাউফ এবং শরীয়ত একই বস্তু যেমন নামাজের আরকান ও আহকাম। তাসাউফ হল ইলমে ফিকহ এবং ইলমে তাওহীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন । তাসাউফের মধ্যে রয়েছে ঈমান, ইসলাম এবং ইহসানের পূর্ণাঙ্গতা। এ সম্পর্কে আমাদের মূল দলিল হল, হাদিসে জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) নিকট ইহসান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ইহসান হলো তুমি এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন আল্লাহকে তুমি দেখছো আর যদি তুমি আল্লাহকে নাও দেখো তবে আল্লাহ তোমাকে দেখেছেন । (মুসলিম ৮, তিরমিযি ২৬১০, নাসায়ি ৪৯৯০, আবু দাউদ ৪৬৯৫, ইবন মাজাহ ৬৩, আহমদ ১৮৫, ১৯২, ৩৬৯, ৩৭৬, ৫৮২২] এ হাদীসের মর্ম অনুসারে ইহসান হলো ঈমান এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ।

কোরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে : “সেই ব্যক্তিই সফলকাম হয়েছে,যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে।” (সূরা আল আলা : ১৪) অন্যত্র আল্লাহ বলেন, “সে ব্যক্তিই সফলকাম যে নিজের সত্তাকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং সেই ব্যর্থ যে নিজেকে কলুষিত করেছে।”

(সূরা আশ শামস : ৯ ও ১০)

আল্লাহ তায়ালা আরও এরশাদ করেন, “শপথ সেই নফসের (ব্যক্তি সত্তার) যাকে তিনি যথাযথ করেছেন,অতঃপর তাকে তার পাপ ও তাকওয়ার জ্ঞান প্রদান করেছেন।” (সূরা আশ শামস : ৭ ও ৮)

তাসাউফ বিষয়টি একটি জরুরি বাস্তবতার নাম। কেননা তাসাউফের মাধ্যমে একজন মুমিনের দুনিয়াবিমুখতা, আত্মার পরিশুদ্ধি ও পরকালীন সফলতা অর্জিত হয়ে থাকে, যা ইলম বা জ্ঞানার্জনের আসল উদ্দেশ্য। তাসাউফের মূল উদ্দেশ্য হলো ইবাদতে উৎকর্ষতা ও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করা এবং ইহসানের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া, এখলাছ অর্জন করা,

নফসকে বিভিন্ন প্রকার কলুষতা থেকে পবিত্র করা এবং সর্বোপরি আকাঈদ ও ইবাদতের অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়া, যার মাধ্যমে আল্লাহর মুমিন বান্দারা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। তাসাউফের মূল মন্ত্র হচ্ছে আল্লাহর মারেফাত লাভ, আর তার সন্তুষ্টি ও দিদার লাভ করা, ইহ-পরকালে মঙ্গল লাভ করা, বান্দার কলবে একমাত্র আল্লাহর মহব্বত অর্জন করা এবং গায়রুল্লাহর মহব্বত থেকে বিরাগ ভাজন হওয়া।

মানুষের মধ্যে আল্লাহ দু প্রকার স্বভাব দিয়েছেন,

✓ অসৎ স্বভাব বা চরিত্র যা পাশবিক ও শয়তানি স্বভাব

✓ সৎ স্বভাব বা চরিত্র যা মানুষের ও ফেরেশতার স্বভাব। এ স্বভাব প্রশংসনীয় স্বভাব।

তাসাউফ আমাদেরকে সৎ চরিত্র বা আখলাকে হামিদা শিক্ষা দেয়। আখলাকে হামিদের মানে হচ্ছে প্রশংসনীয় চারিত্রিক বিষয় যেমন, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, খোদাভীতি, আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়ার আশা, সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকা, যুহদ বা দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, তাকওয়া বা পরহেজগারী বা আল্লাহ ভীতি, অল্পে তুষ্টি, একমাত্র আল্লাহর দিকে ঝোঁকা, ইখলাস বা একনিষ্ঠতা, খুশু ও খুজু বা বিনয় ও নম্রতা, আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা, শুধু আল্লাহকে ভয় করা, ইত্যাদি চারিত্রিক বিষয় সমূহ অবহিত হওয়া এবং নিজ জীবনে এর প্রতিফলন ঘটানো তাসাউফের মূল লক্ষ্য ।

এছাড়া কলবকে আরো পবিত্র করার জন্য ও কতগুলো আখলাকে হাসানা রয়েছে, যা সুফি সাধকগণ নিজেদের জীবনে প্রতিফলন ঘটান । যেমনঃ তাওবা, মুরাকাবা, মুহাসাবা, তাফাক্কুর ও তাদাব্বুর, ইত্যাদি। এসব দ্বারা তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে থাকেন। আর এগুলো সবগুলোই কুরআন ও হাদিস থেকে প্রমাণিত। এই সকল কারণে তাসাউফ চর্চা করা কুরাআন ও হাদিস অনুযায়ী সকল মুমিনের দরকার।

মুমিন কিভাবে তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করবে?

তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি অর্জনের বিষয়টি দুই ভাবে করতে হবে।

- মুমিনের বর্জনীয় কাজ কর্ম: সকল গুনাহ, অন্যায় ও অপবিত্র কাজ থেকে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ সকল অসৎগুণাবলি বর্জন করা। অসৎগুণাবলি হলো শিরক, রিয়া, অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ঘৃণা, কৃপণতা, ক্রোধ, গীবত, কুধারণা, দুনিয়ার প্রতি মোহ, আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া, জীবনের প্রতি অসচেতনতা, অর্থহীন কাজ করা, অনধিকার চর্চা প্রভৃতি।
- মুমিনের করণীয় কাজ কর্ম: উত্তম গুণাবলি দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করা বা প্রশংসনীয় গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে পরিত্যাগকৃত অসৎগুণাবলির শূন্যস্থান পূরণ করা। সৎগুণাবলি হলো তাওহিদ, ইখলাস, ধৈর্যশীলতা, তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা, তওবা, শুকর বা কৃতজ্ঞতা, আল্লাহভীতি, আশাবাদীতা, লজ্জাশীলতা, বিনয়-নম্রতা, মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ প্রদর্শন, পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও স্নেহ, মানুষের প্রতি দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ, পরোপকার প্রভৃতি।

মুমিনের আত্মশুদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে নিচের কাজগুলো নিয়মিত করা খুবই দরকারঃ

- ✓ হালাল-হারাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে হালাল-হারাম বাছাই করে চলার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। আত্মাকে সর্বতোভাবে পরিশুদ্ধ রাখার জন্য যা অত্যাবশ্যক।
- ✓ আত্মাকে বিভিন্ন উত্তম চরিত্র দ্বারা পরিমার্জন ও পরিশোধন করা। যাতে নিয়মিতভাবে সৎগুণাবলি অনুশীলনে তা সহজাত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।
- ✓ ফরজ ইবাদতসমূহ নিয়মিত আদায় করা। কেননা ফরজ ইবাদত আল্লাহর আনুগত্যের সর্বোত্তম বহির্প্রকাশ। যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়।

- ✓ পবিত্র কুরআন পাঠ করা ও তাতে চিন্তা-গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করা। কুরআন পাঠ অন্তরের কালিমা দূর করে দেয়।
- ✓ সৎ সঙ্গী নিশ্চিত করা। সৎ স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তির সংসর্গে থাকলে অজ্ঞাতসারেই তার সৎগুণ নিজের অন্তরে প্রবেশ করে।
- ✓ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রথম পদক্ষেপ হলো তওবা করা। তওবার মাধ্যমেই মানুষ পাপ বর্জন করে পুণ্য অর্জনের তৃপ্তি অনুভব করতে পারে।
- ✓ প্রবৃত্তির কঠোর বিরুদ্ধাচরণ করা ও অসৎ চিন্তাকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় না দেওয়া। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে ক্রমাগতভাবে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়। কেননা প্রবৃত্তি মানুষকে শিথিলতা ও অবাধ্যতায় প্ররোচিত করে।
- ✓ আমলকে রিয়া (লোকপ্রদর্শনী) থেকে বিরত রাখা। লোক দেখানোর জন্য অথবা অন্যের নিকট প্রশংসা পাওয়া, দোষারোপ থেকে রেহাই পাওয়া, সম্মান-প্রতিপত্তি অর্জন, ক্ষমতা লাভ করা ইত্যাদি দুনিয়াবী উদ্দেশে কৃত আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।
- ✓ ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের গুণ দ্বারা সুশোভিত হওয়া। প্রবৃত্তির ওপর বিজয় লাভ করা, হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা ও আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকার জন্য ধৈর্য অবলম্বন অপরিহার্য। আর আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে পথভ্রষ্টতা থেকে পরিত্রাণ দেয় এবং প্রশান্তি ও স্থিরতা দান করে।

তাসাউফ অর্জনে মুমিন এর পরিকল্পনা

আত্মার পরিশুদ্ধি ছাড়া সব আমল বৃথা। বান্দার ইহকালীন-পরকালীন সাফল্য ও মুক্তি নির্ভর করে আত্মশুদ্ধির ওপর।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'সে-ই সফলকাম যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং সে-ই ব্যর্থ যে তার আত্মাকে কলুষিত করেছে।' (সুরা শামস: ৯-১০)

রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা মালের দিকে দেখেন না; বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে'। (মুসলিম: ২৫৬৪; মেশকাত: ৫৩১৪,)। অন্য হাদিসে এসেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের দেহ ও আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।' (বুখারি: ৫১৪৪, ৬০৬৬; মুসলিম: ২৫৬৪; তিরমিজি: ১১৩৪; নাসায়ি: ৩২৩৯)

সুতরাং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য। প্রাজ্ঞ আলেমরা আত্মশুদ্ধি লাভের জন্যে কিছু উপায়/পরিকল্পনার কথা বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হলো—

- ✓ **পার্থিব মোহ ত্যাগ:** ইসলাম মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে উৎসাহিত করলেও দুনিয়ার মোহে

অন্ধ হতে নিষেধ করে। কেননা দুনিয়ার মোহ কখনো শেষ হওয়ার নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "বৃদ্ধদের অন্তর দুটি বিষয়ে যুবক থেকে যায়। পার্থিব জীবনের ভালোবাসা এবং দীর্ঘ আশা।"(সহিহ বুখারি: ৬৪২০)

আর এই মোহই মানুষকে নানাবিদ অন্যায় কাজে লিপ্ত করে। রাসুল (স.) বলেছেন, "আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের নিয়ে দারিদ্র্যের ভয় করি না। কিন্তু এ আশঙ্কা করি যে, তোমাদের ওপর দুনিয়া এমন প্রসারিত হয়ে পড়বে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, যেমন তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের বিনাশ করবে, যেমন তাদের বিনাশ করেছে।" (সহিহ বুখারি: ৩১৫৮)

আর এই মোহই মানুষকে নানাবিদ অন্যায় কাজে লিপ্ত করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, দুনিয়ার মোহ সব পাপের মূল। (সুনানে বায়হাকি)

পার্থিব জীবনের মোহ ত্যাগের উপকার হলো—

- অন্তর আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উপযোগী হয়,
- পার্থিব জীবনের প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকা যায়,
- দুনিয়ার পেছনে ছোটার কষ্ট ও অনর্থক অস্থিরতা থেকে বেঁচে থাকা যায়।

✓ **দুনিয়াকে চেনার চেষ্টা:** আত্মশুদ্ধির জন্য দ্বিতীয় কাজ হলো পৃথিবী ও তার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে

জানা। কেননা শয়তান ও প্রবৃত্তি দুনিয়াকে সুশোভিত করে তোলে। এই বিষয়ে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন, "তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন তাদের কে ধোকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব; যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত।" (সুরা আরাফ: ৫১)

পার্থিব জীবনের বাস্তবতা জানার উপায় হলো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রতিটি কাজের ধরণ ও পরিণতি বিশ্লেষণ করা এবং করণীয় নির্ধারণ করা। ঠিক যেভাবে আমাদের রাসুল (সা) বলেন, "কেয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগ পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহর কাছ থেকে সরতে পারবে না।

- তার জীবনকাল কীভাবে অতিবাহিত করেছে?
- তার যৌবনকাল কী কাজে বিনাশ করেছে?
- তার ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে
- এবং তা কী কী খাতে খরচ করেছে?
- সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মোতাবেক কী কী আমল করেছে?" (সুনানে তিরমিজি: ২৪১৬)

এই বাস্তবতার জ্ঞান লাভের উপকার হলো—

- মুমিন সহজেই পার্থিব জীবনের মোহ ত্যাগ করতে পারবে,
- সে এমন জিনিসের পেছনে ছুটবে না, যা তার জন্য কল্যাণকর নয়,
- সে দুনিয়া ছেড়ে দুনিয়ার স্রষ্টা ও মালিকের প্রতি মনোযোগী হবে।

✓ **দীর্ঘ আশা পরিত্যাগ:** মুমিনগণ যখন দুনিয়ার প্রকৃত রূপ দেখতে পাবে, তখন তারা পার্থিব জীবনের

ব্যাপারে দীর্ঘ আশা পরিত্যাগ করে। দীর্ঘ আশার ব্যাপারে প্রাজ্ঞ আলেমরা বলেন, "হে লোকেরা! নিশ্চয়ই সময় গুটিয়ে যাচ্ছে, বয়স নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, কালের পরিক্রমায় দেহ ক্ষয় হচ্ছে, রাত-দিন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাচ্ছে। রাত-দিন বহু দূরবর্তী বিষয়কে নিকটবর্তী এবং সব নতুন বিষয়কে পুরাতন করে দিচ্ছে। এ অবস্থায় হে আল্লাহর বান্দারা, কুপ্রবৃত্তির ব্যাপারে উদাসীন হয়ো না এবং স্থায়ী নেক আমলে আগ্রহী হও।"

রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, "দুনিয়ায় কম উপার্জন করো যেন স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারো, পাপ কমিয়ে আনো যেন মৃত্যু সহজ হয়, তুমি তোমার পিতাকে কোথায় রেখে এসেছ তা খেয়াল করো। কেননা তোমার শিরা-উপশিরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।" (মুসনাদে শিহাব: ৬৩৮)

মানুষ পার্থিব জীবনের ব্যাপারে দীর্ঘ আশা ত্যাগ করার উপকারগুলো হচ্ছে—

- কোনো কিছু না পাওয়ার কষ্ট ও আক্ষেপ থাকবে না,
- পরকালের আশা জাগ্রত হবে এবং আমলে মানসিক প্রশান্তি আসবে,
- ফলে ঈমান ও আমল সুন্দর করার অবকাশ আসবে।

✓ **আল্লাহর ভয়ে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা:** সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা এবং ছোট-বড় গুনাহ

থেকে মুক্ত থাকা আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য অন্যতম আমল। তাকওয়ার পরকালীন ফায়দা অনেক। দুনিয়াতেও আল্লাহভীতির অসংখ্য পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে পবিত্র কোরআনে। তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের সঙ্গী হয়ে যান। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেজগার এবং যারা সৎকর্ম করে।" (সুরা নাহল: ১২৮)

ছোট-বড় গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, 'হে আয়েশা! তুচ্ছ গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকো। কেননা উক্ত পাপগুলির খোঁজ রাখার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে অনুসন্ধানকারী (ফেরেশতা) নিযুক্ত রয়েছে।' (ইবনে মাজাহ: ৪২৪৩; মেশকাত: ৫৩৫৬)

আনাস (রা.) বলেন, '(হে লোকসকল!) তোমরা এমন এমন কাজ করে থাক, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতে সূক্ষ্ম। অথচ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জামানায় আমরা সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম।' (বুখারি: ৬৪৯২; মেশকাত: ৫৩৫৫।

- ✓ **আল্লাহর বিধান মানা ও পরকালকে স্মরণ করা:** মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং

মৃত্যু, কবর, হাশর, জাহান্নামকে স্মরণ করার মধ্যেই রয়েছে আত্মাকে কলুষমুক্ত রাখার সর্বোত্তম উপায়। তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কারের ঘোষণা। আল্লাহ তাআলা বলেন, "...যারা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে পুরস্কার আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"(সুরা বাকারা: ৬২)

পরকালের স্মরণকারীরাই প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিমান। এক সাহাবী রাসুলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসুল, দুনিয়াতে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কারা? তিনি জবাব দিলেন, যারা মৃত্যুর কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ করে এবং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। দুনিয়া-আখেরাতে তারাই সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরিহিত হবে। (মুজামুল কাবির: ১৩৫৩৬)

তাই পরকালের স্মরণ ছাড়া আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা কঠিন। এজন্যই আল্লাহ বলেন, "মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় আসন্ন, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।" (সুরা আম্বিয়া: ১)

তাসাউফ অর্জনের জন্যে আমল

প্রাজ্ঞ আলেমগণ তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি লাভের জন্যে মুমিন দের বেশ কিছু আমল কুরাআন ও সুন্নাহর আলোকে নিয়মিত করতে বলেছেন। সেই আমল গুলি নিচে বর্ণনা করা হলোঃ

✓ **হালাল-হারাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করে আমল করা:**

জীবনের সর্বক্ষেত্রে হালাল-হারাম বাছাই করে চলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। আত্মাকে সর্বতোভাবে পরিশুদ্ধ রাখার জন্য যা অত্যাবশ্যক। যাবতীয় খারাপ গুণাবলী থেকে নিজেকে হেফাজত রাখতে হবে। নিয়মিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে এক সময় তা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে মানুষের স্বভাবগত হয়ে পড়ে। আল্লাহ পাক বলেন, "যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের সাথে আছেন" (সুরা আনকাবূত ৬৯)।

✓ **আত্মাকে বিভিন্ন উত্তম চরিত্র দ্বারা পরিমার্জন ও পরিশোধন করাঃ** নিয়মিতভাবে সৎ গুণাবলী

অনুশীলনে তা সহজাত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

✓ **ফরয ইবাদত সমূহ নিয়মিত আদায় করাঃ**

কেননা ফরয ইবাদত আল্লাহর আনুগত্যের সর্বোত্তবহিঃপ্রকাশ যার মাধ্যমে মুমিন বান্দা আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। রাসূল (সা) হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ করেছেন যে, "আল্লাহ বলেন,'বান্দা আমার নিকটতর হতে পারে না এমন কোন আমল দ্বারা যা

আমার নিকট অধিক প্রিয়তর হতে পারে আমি যেটা ফরয করেছি তা (সালাত) অপেক্ষা" (বুখারী, মিশকাত হা/২২৬৬)।

✓ অধিক মাত্রায় নফল ইবাদত করাঃ

অধিক নফল ইবাদতকারী ব্যক্তিকেও আল্লাহ পাক তার

নৈকট্যের সুসংবাদ দিয়েছেন (ঐ)। নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি অধিক বিনয়ীভাব প্রকাশ পায়, যা আত্মার পরিশুদ্ধিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে।

✓ পবিত্র কুরআন পাঠ করা ও চিন্তা-গবেষণা করাঃ

কুরআন পাঠ অন্তরের কালিমা দূর করে দেয়। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বার বার এই কুরআনকে গবেষণা করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। আত্মার প্রশান্তিতে কুরআন তেলাওয়াতের ভূমিকা যে কত অপরিসীম পবিত্র কুরআনে ও বহু হাদীছে তা বর্ণিত হয়েছে।

✓ সৎসঙ্গ নিশ্চিত করাঃ

সৎস্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তির সংসর্গে থাকলে অজ্ঞাতসারেই তার সৎ গুণ নিজের অন্তরে প্রবেশ করে। এজন্য রাসূল (সা) সৎ সঙ্গী নির্বাচনের জন্য গুরুত্ত দিয়েছেন।

✓ নিয়মিত তওবা করাঃ

আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রথম পদক্ষেপ হল তওবা করা। তওবার মাধ্যমেই মানুষ পাপ বর্জন করে পুণ্য অর্জনের তৃপ্তি অনুভব করতে পারে। আল্লাহ বলেন, "মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সুরা নুরঃ ৩১)

আল্লাহ আরো বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট প্রকৃতভাবে তওবা করো; আশা করা যায় আল্লাহ তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেবেন।" (সুরা তাহরীমঃ ৮)

✓ **আল্লাহর স্মরণ করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করাঃ**

আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী।" (সুরা যুখরুফঃ ৩৬)

আল্লাহ্ বলেন, "তারা (মুমিনরা) কখনো পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়লে অথবা অন্যায় কাজ করে নিজের আত্মার উপরে যুলুম করে ফেললে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (সুরা আলে ইমরানঃ ১৩৫)

আল্লাহ আরো বলেন,"(মুমিনরা) রাত্রের শেষ প্রহরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (সুরা আলে ইমরানঃ ১৭)

আল্লাহ বলেন, "কেউ যদি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে কিংবা নিজের উপর যুলুম করে ফেলে অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় সে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল ও দয়াময় হিসাবেই পাবে।" (সুরা নিসাঃ ১১০)

✓ **প্রবৃত্তির কঠোর বিরুদ্ধাচরণ করা ও অসৎ চিন্তাকে কোন ভাবেই প্রশ্রয় না দেওয়াঃ**

আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে ক্রমাগত ভাবে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়। কেননা প্রবৃত্তি মানুষকে শিথিলতা ও অবাধ্যতায় প্ররোচিত করে। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আত্মাকে কু-প্রবৃত্তি হ'তে অবদমিত রাখল তার বাসস্থান হল জান্নাত' (সুরা নাযি'আতঃ ৪০)।

✓ **আল্লাহর আনুগত্যে থাকার জন্য নিজেকে তিরস্কার করাঃ**

অন্যায় কাজের জন্য অন্তরকে ভৎর্সনা ও তিরস্কার করলে নাফসে আম্মারাহ (কুপ্রবৃত্তি) নাফসে মুতমায়িন্নায় (প্রশান্ত আত্মা) পরিণত হয়। অন্যকে উপদেশ দানের পূর্বে নিজেকে বারবার উপদেশ দিতে হবে। সবসময় মৃত্যু ও পরকালের কথা চিন্তা করতে হবে। নিজেকে এমন ভাবে প্রস্তুত করতে হবে যেন অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে, দারিদ্রের পূর্বে প্রাচুর্যকে, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে পুরোপুরিভাবে পরকালীন প্রস্তুতিতে কাজে লাগানো যায়।

✓ **নিজ সম্পর্কে সুধারণা না করা ও নিজের সৎকর্ম নিয়ে গর্ব অনুভব না করে তা আল্লাহর প্রতি সমর্পিত করাঃ**

নিজের প্রতি সুধারণার একটা খারাপ প্রতিক্রিয়া হল তা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, 'আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সন্তুষ্ট বোধ করা নেহায়েত বোকামী ও আল্লাহর হক্ব সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের পরিচায়ক। অপরদিকে নিজের প্রতি সুধারণা জন্ম দেয় অহংকার, আত্মগর্ব ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ বদ উপসর্গ যা অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ্য কবীরা গুণাহের চেয়ে নিকৃষ্ট। এজন্য পাপীকে সংশোধন করার পূর্বে নিজেকে সংশোধনে মনোযোগী হওয়া জরূরী। একজন পাপীকে লজ্জিত করার চেয়ে নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান করা অধিক উত্তম। আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর প্রতি শোকর গোযার হওয়া, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য এটাই অধিক কার্যকর (মাদারিজুস সালিকীন ১/১৭৫)।

✓ **আমলকে রিয়া (লোক প্রদর্শনী) থেকে বিরত রাখাঃ**

রিয়া করা শরিয়তে সম্পূর্ণরূপে হারাম। রিয়া মানে হলো- লোক-দেখানো কাজ, আত্মপ্রদর্শন, মুনাফিকী ও ভণ্ডামি ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় রিয়া বলে- সুনামের আশায় বা দুর্নামের ভয়ে সৎ আমল ও নেক কাজ করা, যাতে লোক ভালো বলে বা ভালো নজরে থাকা যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা রিয়াকারীর জন্য কঠিন শাস্তি রেখেছেন। তাই লৌকিকতা দেখিয়ে নিজেকে শাস্তির জন্য তৈরি না করাই মুমিনের কাজ।

আল্লাহ বলেন, "অতএব দুর্ভোগ সে সব নামাজিদের জন্য; যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে বেখবর; যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে।" (সুরা মাউনঃ ৪-৬)

জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষকে শোনানোর জন্য এবং মানুষের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করার জন্য কোনো আমল করে— আল্লাহ তাআলা তার অবস্থা মানুষকে শুনিয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করে, আল্লাহ তাআলা তাকে রিয়াকারীর শাস্তি দেবেন। (বুখারি, হাদিস : ২/৯৬২; মুসলিম, হাদিস : ২/৪১২; তিরমিজি, হাদিস : ২/৬১)

✓ **আত্মসমালোচনাঃ**

'মুহাসাবাতুন নাফস' বা আত্মসমালোচনা নিজেকে শুধরে নেওয়া ও বদলে দেওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়। দুই চোখ দিয়ে মানুষ অন্যকে এবং অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখতে পায়। কিন্তু অন্তরের চোখে নিজের আয়নায় নিজেকে দেখতে পায়। পরকালীন জবাবদিহিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজের ভালো-মন্দ নিয়ে নিজের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বোঝাপড়া করার নাম আত্মসমালোচনা।

আত্মসমালোচনা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে যেমন দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি করে, তেমনিভাবে এটি পরকালীন জওয়াবদিহিতার অনুভূতিকে জাগ্রত করে। এর মাধ্যমে নিজের ত্রুটি গুলো ধরা পড়ে। ফলে আত্নসংশোধনের মাধ্যমে নিজেকে ভবিষ্যতে আরো উন্নত ও তাক্বওয়াশীলরূপে গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

নিজেকে নিয়ে সমালোচনার এই চর্চা পাপে নিমজ্জিত হওয়া থেকে বিরত রাখে। চরম পদস্খলন থেকে রক্ষা করে। তাই আত্মিক পরিশুদ্ধতায় আত্মসমালোচনা একজন মুমিনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মসমালোচনাকে প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করে আল্লfহ তায়ালা বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উচিত আগামীকালের জন্য (অর্থাৎ আখিরাতের জন্য) সে কী প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা। আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা ফাসিক।' (সূরা-হাশরঃ ১৮)

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর রা: আত্মসমালোচনা সম্পর্কে চমৎকার একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা নিজেদের আমলনামার হিসাব নিজেরাই গ্রহণ করো, চূড়ান্ত হিসাব দিবসে তোমাদের কাছ থেকে হিসাব গৃহীত হওয়ার আগেই। আর তোমরা তোমাদের আমলনামা মেপে নাও চূড়ান্ত দিনে মাপ করার আগেই। কেননা, আজকের দিনে নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করতে পারলে আগামী দিনের চূড়ান্ত মুহূর্তে তা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। তাই সেই মহাপ্রদর্শনীর দিনের জন্য

তোমরা নিজেদেরকে সুসজ্জিত করে নাও, যেদিন তোমরা (তোমাদের আমলসহ) উপস্থিত হবে এবং তোমাদের কিছুই সেদিন গোপন থাকবে না।' (তিরমিজি-২৪৫৯)

আত্মসমালোচনা সম্পর্কে হাসান বসরি রহ: বলেন, 'মুমিন ব্যক্তিকে স্বীয় আত্মার পরিচালক হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আত্মসমালোচনা করতে হবে। যারা দুনিয়াতে আত্মসমালোচনা করবে, কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদের হিসাব হালকা হবে। আর যারা এ থেকে বিরত থাকবে, কিয়ামতের দিন তাদের হিসাব কঠিন হবে।' (মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাবি ১/৭৯)

আত্মসমালোচনা দ্বীনের ওপর দৃঢ়তা অর্জনের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম, যা আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে খাঁটি ঈমানদার বান্দাদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করে। আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে পরকালীন জবাবদিহিতার চিন্তা ও উপলব্ধি সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তাআলা আত্মসমালোচনাকারীদের প্রশংসা করে বলেন, 'যাদের মনে আল্লাহর ভয় আছে, তাদের ওপর শয়তানের আগমন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখন তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। (সুরা আরাফঃ ২০১)

নিজের কাছে নিজেকে হিসাব দেয়া, সর্বোপরি সারা দিনের কৈফিয়ত নিজেকে নিজে দেয়া। আর তাতেই নিজের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে, যেখানে কোনো কিছু লুকানোর অপশন থাকবে না। মানুষ নিজেকে নিজে কখনো মিথ্যা বলতে পারে না, নিজের কাছে নিজেকে লুকাতে পারে না।

আত্মসমালোচনার উপকারিতাঃ

- নিজের দোষ-ত্রুটি নিজের সামনে প্রকাশ করার মাধ্যমে মানুষ স্বীয় ভুল-ত্রুটি জানতে পারে।
- আত্মসমালোচনা মানুষকে আল্লাহর দরবারে খাঁটি বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে।
- আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নিয়ামত ও অধিকার জানতে পারে। আর সে যখন আল্লাহর নিয়ামত ও তার অবস্থান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তখন সে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে উদ্বুদ্ধ হয়।

- আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে পরকালীন জবাবদিহিতার উপলব্ধি সৃষ্টি হয়।
- আত্মসমালোচনার ফলে কোনো পাপ দ্বিতীয়বার করতে গেলে বিবেকে বাধা দেয়। ফলে পাপের কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই ভালো কাজ মন্দকাজকে দূর করে দেয়, আর এটা স্মরণকারীদের জন্য স্মরণ।' (সুরা হুদঃ ১১৪)

সকল মুমিনকে সব সময় আত্মসমালোচনা এর আমল করা উচিত যাতে তার আত্মশুদ্ধি হয়।

✓ কম ঘুমানো, কম খাওয়া ও কম কথা বলাঃ

সত্যিকারের মুমিনের পরিচয় হলো, সে কথা কম বলবে ও কম হাসবে। বেশি বেশি আমল করবে ও কাঁদবে আল্লাহর দরবারে। বেশি কথা বলা, অপ্রয়োজনীয়-অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা, নিরর্থক হাসি মানুষের ব্যক্তিত্বকে খাটো করে দেয়। কথা কম বলার অনেক উপকারিতার একটি হলো, এতে মানুষ পাপ মুক্ত থাকে। কেননা বেশিরভাগ পাপ হয় বান্দার মুখ ও লজ্জাস্থান থেকে।

সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত রাসূলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যে নীরব থাকে সে মুক্তি পায়'। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং: ২৫০১)

যারা বেশি কথা বলে, কখনও মিথ্যা-অশ্লীলতার সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ে তারা। অনেক ক্ষেত্রেই অসংলগ্ন ও অসতর্ক কথায় তারা লিপ্ত হয়। ফলে ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় কখনও কখনও। পরিণতিতে বিঘ্নিত হয় সামাজিক শান্তি-শৃংখলা ও সম্প্রীতি। কিন্তু যদি তারা কথাবার্তায় সংযত হতো, অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকত- তাহলে এ ধরনের মারাত্মক গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা তাদের জন্যে অনেক সহজ হতো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান আনে সে যেন উত্তম কথা বলে কিংবা চুপ থাকে। (সহিহ বোখারি, হাদিস নং: ১০২)

যারা কথা কম বলে হাদিস শরিফে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো বান্দাকে দুনিয়াবিমুখ ও স্বল্পভাষী দেখবে তখন তার সঙ্গে উঠাবসা করো। কেননা সে হেকমতপ্রাপ্ত। (বায়হাকি)

কম খাওয়ার কিছু উপকারিতাঃ

- আত্মার পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবের তীক্ষতা, চিন্তার গভীরতা এবং অন্তর্দৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করে।
- অন্তরের কোমলতা বৃদ্ধি ও জিকিরে স্বাদ অনুভব।
- আল্লাহর আনুগত্য ও বিনয় অর্জন এবং অহংকার ও দর্প চূর্ণ হয়।
- আল্লাহর আজাব, দরিদ্র ও বিপদগ্রস্তদের কথা স্মরণ হয়।
- নফসে আম্মারা (কুপ্রবৃত্তি) দমন হয়।
- অতিরিক্ত নিদ্রা থেকে বাঁচা যায়।
- ইবাদত অব্যাহত রাখা যায়। অলসতা কম হয়।
- রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থেকে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা যায়।
- অর্থ ও সময় বাঁচে।
- স্বল্পাহারের উপকারিতা হলো, বেঁচে যাওয়া খাবার এতিম-মিসকিন ও অভাবীদের দান করা যায়। এতে পরকালের জন্য পাথেয় সঞ্চয় হয়।

রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া আর সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠা সুস্বাস্থ্য, সম্পদ আর জ্ঞানের পূর্বশর্ত। আল্লাহ বলেন, "তারা (মু'মিনরা) রাতের কম অংশেই নিদ্রা যেত এবং শেষ রাতে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত।" (সুরা যারিয়াতঃ ১৮)

অধিক রাত জাগরণ মানুষকে চিন্তা-চেতনায় মননে ও শরীরে অসুস্থ করে তোলে। জীবন থেকে কেড়ে নেয় কর্মোদ্যোগী শক্তি। আল্লাহতায়ালা মানুষের সুন্দর জীবন যাপন, কর্ম ও চিন্তায় বেড়ে ওঠার জন্য রাতে ঘুমাতে বলেছেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) এশার নামাজ এক-তৃতীয়াংশ রাত পরিমাণ দেরি করে পড়া পছন্দ করতেন, আর এশার আগে ঘুমানো এবং এশার পর না ঘুমিয়ে গল্পগুজব করা অপছন্দ করতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৯৯)

প্রিয় নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ ওই বান্দার ওপর রহম করুন, যে রাত্রিকালে উঠে নামাজ আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায় এবং সেও নামাজ আদায় করে। যদি সে (স্ত্রী) নিদ্রার চাপে উঠতে না চায়, তবে সে (ভালোবেসে) তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ ওই নারীর ওপরও রহম করুন, যে রাত্রিতে উঠে নামাজ আদায় করে এবং তার স্বামীকে ঘুম থেকে জাগায় এবং সেও নামাজ আদায় করে। যদি সে ঘুম থেকে উঠতে না চায়, তবে সে (ভালোবেসে) তার মুখে পানি ছিটিয়ে জাগিয়ে তোলে। ' (আবু দাউদ, হাদিস : ১৪৫০)

অধিক ঘুম জীবনের গুরুত্ব পূর্ণ সময় নষ্ট করার সাথে সাথে আলস্য ও কর্ম ক্ষমতা হ্রাসেরও কারণ।

সব নবী ও পীর মাশায়েখদের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিলঃ

- কম খাওয়া
- কম ঘুমানো
- কম কথা বলা
- নির্জনে থাকা।

এ জন্য নবী করিম (সা.) বলেছেন, তোমাদের অন্তর কম হাসি ও কম তৃপ্তি দ্বারা জিন্দা করো। এবং ক্ষুধা দ্বারা পবিত্র করো। এর ফলে তোমাদের অন্তর স্বচ্ছ ও কোমল হবে।

তাই সকল মুমিনকে কম ঘুমানো, কম খাওয়া ও কম কথা বলা এর আমল করতে হবে যা তাকে তাসাউফ অর্জনে সাহায্য করবে।

✓ ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের গুণ দ্বারা সুশোভিত হওয়াঃ

প্রবৃত্তির উপর বিজয় লাভ করা, হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা ও আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকার জন্য ধৈর্য অবলম্বন অপরিহার্য। আত্মশুদ্ধির দু'টি দিক 'অর্জন' ও 'বর্জন' ধৈর্য ব্যতীত আত্মস্থ করা অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য ধারণের অপরিসীম পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন। রাসূল (সা) বলেন, ধৈর্য হল আলো স্বরূপ (মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১)।

আর আত্ম প্রত্যয়, দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে পথভ্রষ্টতা থেকে পরিত্রাণ দেয় এবং প্রশান্তি ও স্থিরতা দান করে। এজন্য সুফিয়ান ছাওরী বলেন, ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে দ্বীনের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে।

আল্লাহ বলেন, তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। (সুরা সাজদাঃ ২৪)

মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজন জীবনের সব ক্ষেত্রে, বিপদ-আপদে, মুসিবত, কষ্ট ও জটিলতায়। মুমিন ব্যক্তি বিশ্বাস করে, যত সংকটই আসুক না কেন, সব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। মহান আল্লাহ ঈমানদারদের সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে ঈমানদাররা, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো এবং সর্বদা আল্লাহর পথে প্রস্তুত থাকো, আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' (সুরা আলে ইমরানঃ২০০)

ধৈর্যের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন মজিদে আরও বলেছেন, 'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়। (সূরা আসরঃ ১-৩)

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী ধৈর্যের তিনটি শাখা রয়েছে।

- নফসকে হারাম এবং নাজায়েজ বিষয় থেকে বিরত রাখা।
- ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং
- যেকোনো বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা।

ধৈর্যশীলদের পুরস্কার বিষয়ে কোরআনে বলা হয়েছে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। ' (সূরা আল বাকারাঃ ১৫৩)

রাসুল (সা.) একবার আনসারি কিছু সাহাবিকে বলেন, 'আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীলই রাখেন। আর যে অমুখাপেক্ষী হতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। ধৈর্যের চেয়ে বেশি প্রশস্ত ও কল্যাণকর কিছু কখনো তোমাদের দান করা হবে না। (বুখারি, হাদিস : ৬৪৭০)

হাদিসে এসেছে, মুমিনের বিষয়টি বড় আশ্চর্য রকমের, বিপদে পড়লে এতে সে ধৈর্য ধরে আবার সুখে থাকলে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করে। তবে উভয় অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর।– (সহীহ মুসলিম, ২৯৯৯)

তাসাউফ অর্জনের জন্যে সকল মুমিনকে ধৈর্যশীল হওয়ার আমল করতে হবে।

✓ দো'আ করাঃ

সর্বোপরি আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য আল্লাহ পাকের নিকট আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করা অপরিহার্য। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহই কেবলমাত্র মানুষের সৎপথ প্রাপ্তি ও আত্মশুদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে।

মহানবী (স.) সকল মুমিন নারী-পুরুষের জন্য ক্ষমা, বরকত ও কল্যাণের দোয়া করতেন। কারণ এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছন, (হে রাসুল! আপনি) ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আপনার নিজের জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য।' (সুরা মুহাম্মদ: ১৯)

দো'আ মু'মিনের অস্ত্রস্বরূপ। দো'আর মাধ্যমেই সে আল্লাহর কাছে অকল্যাণ থেকে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আল্লাহর আনুগত্যের জন্য সাহায্য প্রাপ্ত হয়। রাসূল (সা) এজন্য দো'আ করতেন (আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য), 'হে প্রভু! তুমি আমাকে সর্বোত্তম চরিত্র ও সর্বোত্তম আমলের দিকে পথ-প্রদর্শন কর। কেননা উৎকৃষ্টতার দিকে পথপ্রদর্শন করার সাধ্য তুমি ছাড়া আর কারো নেই। তুমি আমাকে অসৎ চরিত্র ও অসৎ আমল হ'তে পরিত্রাণ দাও। কেননা তুমি ব্যতীত কেউই বদস্বভাব থেকে উদ্ধার করতে পারে না' (নাসাঈ, মিশকাত হা/৮২০) ।

মুমিন ব্যাক্তি সকল সময় আল্লাহর কাছে দুয়া করবে যেন আল্লাহ ক্ষমা করেন এবং সকল ইবাদতের পাশাপাশি তাসাউফ অর্জনের তাওফিক দান করেন।

তাসাউফ অর্জন করতে কি আলেম মাশায়েখদের সহবত প্রয়োজন?

তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য তাই একজন হক্কানী উস্তাদ বা আলেম বা পীর বা শায়েখ এর সহবত প্রয়োজন । যিনি বা যারা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুমিন ব্যাক্তিকে নির্দেশনা দিবেন কিভাবে সে তাসাউফ অর্জন করতে পারে। তাসাউফ বা ইলমে তাসাউফ শিখতে একজন বা একাধিক শিক্ষক দরকার যেমন কুর আন শিখতে, ফিকহ ও শরীয়ত শিখতে একজন বা একাধিক ওস্তাদ বা শিক্ষক দরকার। আমরা তাসাউফের সঠিক শিক্ষা যাদের কাছে পাব তাদের অবশ্যই হাক্কানী আলেম বা ওস্তাদ হতে হবে এবং তারা আল্লাহর সকল আদেশ নির্দেশ মেনে চলে এবং রাসুল (সা) আদর্শ অনুসরণ করে। এই সকল হাক্কানী আলেম বা ওস্তাদদের মুমিন হওয়ার পাশপাশি কিছু গুনাবলী থাকতে হয় যা নিচে বর্ণিত হয়েছেঃ

- ✓ **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ওস্তাদকে সকলের একমাত্র পথপ্রদর্শক হওয়ার মতো শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে । তার মধ্যে যেসব গুণাবলীর একান্ত প্রয়োজন তা হলো সিফাতে ইলমিয়া বা শিক্ষাগত যোগ্যতা। তাকে জাহেরি ইলম যেমন কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা কিয়াস, ইজতেহাদ ইত্যাদির মোটামুটি জ্ঞান থাকতে হবে । এছাড়া তাফসীর,

ফিকহ ও আকাঈদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে । তেমনি ইলমে শরীয়াত ও তরিকত সম্পর্কে তার প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকতে হবে। ইমাম ইবনে সি রিন (রা) বলেন, "এই ইলম হলো তোমাদের দ্বীন। সুতরাং তোমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, কার থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ।" অন্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, " শেষ জামানায় এমন হবে যে, লোকেরা জাহিলদের কে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। এরপর তারা ইলমবিহীন অবস্থায় ফতোয়া দিবে। ফলে তারাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যান্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।" এই হাদিসে নেতা শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলেন, "নেতা বলতে বুঝানো হয়েছে খলিফা, বিচারক, মুফতি, ইমাম, ওস্তাদ।"

- ✓ **আমলি গুণ:** ওস্তাদকে মুত্তাকী হতে হবে, শরীয়তের উপর তার কঠোর আমল থাকতে হবে। কথায় সত্যবাদী হতে হবে। ইবাদতের বেলায় ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল ও মুস্তাহাবের উপর আমল থাকতে হবে। সন্দেহযুক্ত বিষয় ত্যাগ করতে হবে। মুয়ামালাতের বেলায় তাকে সত্যবাদী ও আমানতদার হতে হবে। দুনিয়ার জিন্দেগি তার জন্য আগন্তক বা পথচারীর মত হবে। তিনি দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে দূরে থাকবেন, দুনিয়াতে যুহদ অবলম্বন করবেন। সর্বদা যিকর ও দোয়ায় লিপ্ত থাকবেন।

- ✓ **চারিত্রিক গুণ:** শায়খ হবেন রাতের বেলার আবেদ আর দিনের বেলার মুজাহিদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের জানমাল ও মুখের কথা দিয়ে জিহাদ করো।“(আল জিহাদ, বাবঃকারাহিয়াতু তারকিল গাযায়ি, হাদিস-২৫০২) প্রকৃত শায়খ তিনি কথা বলবেন কম, খাবেন কম, রাতে ঘুমাবেন কম এবং মানুষের সাথে মেলামেশাও করবেন কম। আর সব ধরনের ইসলামী আদব আখলাক তার ভেতর পাওয়া যাবে।

বিনয় ও নম্রতা মানুষের জন্য অনেক মর্যাদা ও সম্মানের চারিত্রিক গুণাবলী। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মুমিনের চারিত্রের গুণাবলী কেমন হবে তা এভাবে তুলে ধরেছেন, “তারাই পরম দয়াময়ের বান্দা, যারা জমিনে নম্রভাবে চলাফেরা করে (বিনয়ী) এবং

তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে- 'সালাম' বা শান্তি।" (সুরা ফোরকানঃ ৬৩)

চারিত্রিক গুণাবলীই মুমিনের সেরা সম্বল। দুনিয়ার জীবনে যার চলাফেরা, কথা বলার ভাবভঙ্গি যত সুন্দর তার জীবনমান আল্লাহর কাছে অনেক উঁচু ও সম্মানের। আর তা মানুষের পরকালকেও সম্মান ও মর্যাদার আসনে পৌঁছে দেয়।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, একদিন তিনি মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বললেন- হে লোক সকল! তোমরা বিনয়ী হও। আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। সে নিজেকে নিজে ছোট মনে করলেও কিন্তু মানুষের চোখে খুবই মহান ও সম্মানিত হয়। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ তাআলা তাকে হেয় করে দেন। সে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট- অপাংক্তেয় এবং সে নিজেকে নিজে খুব বড় মনে করে। এমনকি সে শেষ পর্যন্ত মানুষের চোখে কুকুর ও শূকরের চেয়েও অধিক ঘৃণিত বলে বিবেচিত হয়।' (বায়হাকি, মিশকাতুল মাসাবিহ)

- ✓ **আধ্যাত্মিক গুন:** ওস্তাদকে মুখলিস বা নির্ভেজাল হতে হবে। তার ইলম ও আমল দিয়ে তিনি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি চাইবেন এবং রুহানিয়া চর্চায় ও আত্মশুদ্ধির পথে নিজেকে বিলীন করবেন।

আলেম বা ওস্তাদদের পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ গুণ থাকতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা মুমিনের অন্তর দৃষ্টি সম্পর্কে সজাগ থাকো কারণ সে আল্লাহর নূর দিয়ে তাকায়।" (ইমাম তিরমিযী, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৯৮) প্রকৃত শায়েখ বা ওস্তাদ তার অনুসারীদের খাদেম হবেন কিন্তু সেবা গ্রহিতা হবেন না।

- ✓ **চিন্তাশক্তি থাকাঃ** শায়েখ তার কার্যকলাপ ও ক্রিয়াকর্মে আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য ও মর্ম অনুধাবন করবেন। আর মানব সৃষ্টি ও সৃষ্টি জগতের আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করবেন। কেননা সৃষ্টি জগত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করলে ঈমান সুদৃঢ় হয়। আল্লাহ তার মুমিন ও চিন্তাশীল বান্দাদের প্রশংসায় বলেন, "যাঁরা দাঁড়িয়ে,

বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষযে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।" [সুরা ইমরানঃ ১৯১]

কোন কোন আলেমের মতে, ভালো ওস্তাদ/ইমাম/পীর মাশায়েখ দের তিনটি নিদর্শন রয়েছেঃ

- তাকে দেখলে কলবে আল্লাহর যিকির স্মরণ হবে
- তার সাথে কথা বললে ইলম বৃদ্ধি পাবে
- তার সাহচর্য অবলম্বন করলে নেক আমল বা সৎ কাজ বৃদ্ধি পাবে
- তাদের কাছে গেলে মনের ভাব পরিবর্তন হবে
- তাদের সহবতে থাকলে পার্থিব চিন্তা দূর হয়ে আল্লাহর প্রতি প্রেম উদিত হবে
- তাদের কথা শুনলে খারাপ কাজ করতেও এক ধরনের অনীহা আসবে।

তাই নেককার আলেম ওলামাদের যারা আল্লাহর পথে দাওয়াত দিবেন, মুমিন বান্দাদের তাসাউফ শিখাবেন তাদেরকে কুরআন এর বিভিন্ন তাফসীর (গ্রহণযোগ্য), বিভিন্ন সহিহ হাদিসের কিতাব, সকল ইমামদের মতামত, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

তাসাউফ বা ইলমে তাসাউফ একটি পূর্ণাঙ্গ ইলম। প্রত্যেক ইলম শিক্ষার জন্য ওই বিষয়ের প্রশিক্ষক বা ট্রেইনারের প্রয়োজন রয়েছে, যেমন চিকিৎসা বিদ্যা, গিণত বিদ্যা, ইত্যাদি। এসব বিষয়ের জন্য স্ব স্ব ময়দানের শিক্ষক বা বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। এটা সর্বযুগের এবং সর্বস্তরে একটি স্বীকৃত ব্যাপ।

কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি শিখতে হলে যেমন মুয়াল্লিম বা উস্তাদের প্রয়োজন রয়েছে তেমনি ইলমে তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়া শিক্ষার জন্যও প্রশিক্ষক বা

মুয়াল্লিম বা উস্তাদের এর প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ বলেন, "অতঃপর তোমাদের নিকট যদি আমার পক্ষ থেকে যখন কোন হেদায়েত তখন যারা আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে তাদের কোন ভয় নেই তারা চিন্তিতও হবে না।"([সুরা আল বাকারাঃ৩৮)

আল্লাহ আমাদের দোয়া শিখিয়ে দেন, "হে আল্লাহ আমাদেরকে সরল ও সঠিক পথ দেখা, তাদের পথ যাদেরকে আপনি নিয়ামত দিয়েছেন।"(সুরা ফাতিহাঃ ৫-৬)

আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা তাদের সঙ্গী হবে যাদের উপর আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন, তারা হলেন নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীল বা নেককার বান্দাগণ, সঙ্গী হিসেবে তারা কতই না উত্তম ।"(সুরা নিসাঃ৬৯) তাই আমাদেরকে নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও নেককার বা সৎকর্মশীল বান্দাগণের পথ অবলম্বন করতে হবে।

আল্লাহ বলেন, "অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।" (সুরা নাহলঃ ৪৩) এই আয়াতে জ্ঞানী বলতে আল্লাহর স্মরণকারী বান্দাদের কে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" (সুরা নিসাঃ ৫৯)। এই আয়াতে বিচারক বলতে কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান যাদের আছে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, "যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো।" (সুরা লুকমানঃ ১৫)

যিনি বা যারা আল্লাহ অভিমুখী এবং আল্লাহর আদেশ নির্দেশ মেনে চলার জন্যে আল্লাহর দিকে নতজানু থাকেন সেইসব নেক কার বান্দাগন ই প্রকৃত মুয়াল্লিম বা প্রশিক্ষক

আলেম/ওস্তাদ। তাই আল্লাহ আরো বলেন, "যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমন্ডলকে আল্লাহ অভিমূখী করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে, সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে।"(সুরা লুকমানঃ ২২)

আল্লাহ আরো বলেন, "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" (সুরা তাওবাঃ ১১৯) এই আয়াতে সত্যবাদী বলতে যারা দ্বীনের ক্ষেত্রে নিয়ত, কথা ও কাজে সত্যনিষ্ঠ থেকেছেন এবং রাসুলের (সা) সুন্নাহ অনুসরণ করবেন তাদেরকে বলা হয়েছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, সহবত বা সাহচর্য মানুষের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে এবং নেককার লোকের সাহচর্য মানুষকে আরো বেশি প্রভাবান্বিত করে। তাই সকল মুমিন বান্দাগণ যদি তাদের থেকে বেশি কুরআন ও হাদিসের বিষয়ে জ্ঞানী নেককার বান্দাদের সহবত বা সাহচর্যে থাকে তাহলে তারা (মুমিনগণ) ইসলামের শরীয়তের সকল আমলের পাশাপাশি তাসাউফ অর্জন করে নেককার ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারবে।

তাসাউফ সম্পর্কে বর্তমান মুসলিম সমাজের ধারণা

বর্তমান সমাজে কিছু মুসলিম ও মুমিন ভাই আছে যারা তাসাউফকে পছন্দ করে না এবং তাসাউফ এর বিপরীতে কথা বলে। এর কারণ ও আছে। প্রধাণ কারণ হলো পীর মুরিদের সম্পর্ক, পীর-মাশায়েখ এর শিরক, বিদআত সম্পর্কিত কাজ, মুরিদদের ফরয ইবাদত বাদ দিয়ে পীরের দরবার যাওয়া আসা এবং পীর-মাশায়েখদের সেজদা করা, ইত্যাদি। কিছু আলেম-ওলামা ভুল পথে হাটলে, কুরআন ও হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা দিলে আমরা ইসলাম এর একটি গুরুত্তপুর্ণ ইলম বাদ দিয়ে দিয়েছি যা ঠিক নয়। আমাদের উচিত কুরআন ও হাদিসের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানা, রাসুল (সা) জীবনী জানা, সাহাবী, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনদের ইতিহাস জানা তাহলে আমরা বুঝতে পারব কি ভুল করছি।

অতীতে ইলমে ফিকহে যেসব ইল অন্তর্ভুক্ত ছিল তা নিম্নরূপ:

- ইলমুল আকাঈদ ও ইলমুল কালাম যা ইলমূত তাওহীদ নামে খ্যাত।
- উলুমুস শারিয়াহ ওয়াল আহকাম অর্থাৎ শরীয়াতের আহকাম সম্পর্কিত ইলম।
- উলুমুল আখলাক ওয়াল কুলুব অর্থাৎ ইসলামী আখলাক ও কলব বা হৃদয় সম্পর্কিত ইলম

পরবর্তীতে ইলমে ফিকহ বিভিন্ন নাম পরিগ্রহ করে।

- প্রথমটি হল ইলমুত তাওহীদ বা ইলমুল আকাইদ
- দ্বিতীয়টি হল ইলমুশ শারিয়াহ বা শরীয়াতের আহকাম সম্পর্কিত ইলম
- তৃতীয় টি হল ইলমুল আখলাক বা ইলমুল কলব বা চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক ইলম । এই ইলম কে তাসাউফ বা ইলমে তাসাউফ বলতে পারি।

এরপর

- ইলমুত তাওহীদ ও ইলমুল আকীদার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে কুফরি, শিরক ও বিদআত হতে বাঁচানো ।
- অনুরূপভাবে ইলমুল ফিকহের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য হল মানুষকে ইসলামী হুকুম, আহকাম শিখানো ।
- অনুরূপভাবে ইলমুল আখলাক ও তারবিয়াতের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল তাযকিয়াতুন নফস, যুহদ, ইত্যাদির শিক্ষা দান। এই মাদ্রাসা পরবর্তিতে খানকাহ নামে পরিচিতি পায়।

এই শিক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে, শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, শপথ রাতের যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর। শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তাঁর, শপথ নফসের (প্রাণের) এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর, অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও

সৎকর্ম সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন, যে নিজেকে শুদ্ধ (পবিত্র) করে, সেই সফলকাম হয়।"(সুরা শামসঃ ৯)

আল্লাহ আরো বলেন, "বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষ স্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।"(সুরা হাজ্জ্বঃ ৪৬)

এই শিক্ষা যারা দিয়ে থাকেন তাদেরকে আমার ভাষায় শিক্ষক বা প্রশিক্ষক বা ওস্তাদ বা শায়খ বা মুয়াল্লেম বলা হয় কিন্তু প্রচলিত ভাষায় তাদেরকে পীর বা মুর্শিদ বা গুরু বা শায়খ বা অলী বলে। পীর বা মুর্শিদ অর্থ পথপ্রদর্শক। যেহেতু এই উপমহাদেশে অনেক ভন্ড পীর রয়েছে তাই আমাদের অনেক মুমিন ভাইদের সন্দেহ আছে যে কে হাক্কানী ও নেককার পীর আর কে ভন্ড পীর। তাই আমাদের মুসলমানদের একটি দল এই পীর-মুরিদ এর বিপরীত এ কথা বলে। এজন্য আমাদের আসল পীর মাশায়েখ চিনতে হবে ও সেই অনুযায়ী আমল করতে হবে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, "জেনে রেখো, আল্লাহর ওলিদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (তারাই আল্লাহর ওলি) যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া (পরহেজগারি) অবলম্বন করে।" (সুরা ইউনুসঃ ৬২-৬৩)

হাকিমূল উম্মত হজরত আশরাফ আলী থানভি (রহ.) খাঁটি পীর চেনার ১০টি আলামত বলেছেনঃ

- **সুন্নতি লেবাসঃ** মাথা থেকে পা পর্যন্ত লেবাস, পোশাক, ওঠাবসা পুরো সুন্নত মোতাবেক হওয়া হাক্কানী পীরের জন্য জরুরি।
- **কুরআন-হাদিসের পর্যাপ্ত জ্ঞানঃ** শুধু লেবাস-পোশাক কাটছাঁট হলে চলবে না, ওই পীরের মধ্যে কুরআন-হাদিসের পর্যাপ্ত ইলম থাকতে হবে।
- **আমলকারীঃ** শুধু পর্যাপ্ত ইলম থাকলে হবে না, শুধু সুন্নত থাকলে হবে না; বরং ওই পীরের মধ্যে পর্যাপ্ত আমলও থাকতে হবে। লোকদের অনেক ওয়াজ-নসিহত করেন, কিন্তু তাঁর নিজের মধ্যে আমল নেই। নিজে তাহাজ্জুদ পড়েন না, কিন্তু

মুরিদদের তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য খুব বলেন, তাহলে ওই ওয়াজের কোনো তাছির হবে না।

- **ইখলাস থাকাঃ** তাঁর মধ্যে ইখলাস থাকতে হবে। লোক দেখানোর জন্য তিনি ইবাদত করেন না, বরং তিনি আল্লাহর মহব্বতে ইখলাসের সঙ্গে আমল করেন। আমল করেন কিন্তু ইখলাস নেই, মুরিদদের দেখানোর জন্য যে শায়খ খুব নামাজ পড়েন, সে ব্যক্তি হাক্কানী পীর হতে পারেন না। তাঁর ভেতরে ইখলাস থাকতে হবে।

- **দুনিয়াবিমুখতাঃ** তাঁর মধ্যে দুনিয়াবি লোভ থাকবে না। অতএব, দুনিয়ার কোন চাওয়া-পাওয়ার হিসাব হাক্কানী পীরের আলামত নয়।

- **আখলাকঃ** তাঁর মধ্যে এমন আখলাক থাকবে, যে আখলাক দ্বারা দ্বীনের ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কোন শিথিলতা থাকবে না। হক কথা বলতে কাউকে ভয় করবেন না। একজন হাক্কানী পীর প্রত্যেককে ইসলাহ করবেন, দ্বীনের ব্যাপারে প্রত্যেককে শক্ত কথা বলবেন, কারো মুখের দিকে চেয়ে কথা বলবেন না।

- **নামাজে মনোযোগীঃ** পাচ ওয়াক্ত নামাজ সব সময় জামাতের সাথে পড়বেন। জামাতের মধ্যে তিনি অলসতা করবেন না। আল্লাহর রাসুল (সা.) ইন্তেকালের আগে অসুস্থ অবস্থায় চারজন সাহাবীর কাঁধে ভর করে মসজিদ-ই-নববীর জামাতে হাজির হয়েছেন। হাক্কানী পীরদের রাসুল (সা) এর এই সুন্নত মেনে চলতে হবে। আজকাল ভণ্ড পীরের কাছে নামাজের কোনো গুরুত্বই নেই।

- **চোখের হেফাজতঃ** সে ব্যক্তি চলাফেরায়, ওঠাবসায় তাঁর চোখের হেফাজত করবেন।

- **পর্দা করাঃ** হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভি (রহ.) বলেছেন, 'তুমি তোমার পীরের মধ্যে দেখো যে, সে পর্দা মেনে চলে কি না? তুমি যাচাই করো।'

- **কুরআন তিলাওয়াতঃ** হাক্কানী পীরের আলামত যে তিনি নিজে কোরআন তিলাওয়াত করেন এবং কোরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে তাগিদ দেন।

আমাদেরকে পীরের ব্যাপারে কিছু কাজ করা থেকে সব সময় বিরত থাকা উচিত, যেমনঃ বাইআতকে যথেষ্ট মনে করা, যাচাই ছাড়াই মুরিদ হওয়া, গুনাহ ত্যাগের চেয়ে অজিফাকে বড় মনে করা, পার্থিব উদ্দেশ্যে মুরিদ হওয়া, মাসনুন দোয়া উপেক্ষা করা, হাদিস বর্ণনায় অসতর্কতা, সুন্নতের ভুল অর্থ দাঁড় করানো, স্বপ্ন ও ইলহামকে দলিল মনে করা, পীরের কথা-কাজকে দলিল মনে করা, ইত্যাদি।

তাসাউফ দ্বীনের কাজ ছাড়ানোর জন্য নয়; বরং তাসাউফের মাধ্যমে দ্বীনের কাজে আরো শক্তি সঞ্চার হয় এবং তাতে প্রাণশক্তি আসে। আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে গেলে তারা নেক আমল করতে, নিয়মিত তরীকা ও তাসাউফের অনুশীন করতে স্বীয় ভক্তবৃন্দের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। হাক্কানী পীর-বুযুর্গ মানুষকে কখনো ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার করেন না। তারা মানুষকে আল্লাহওয়ালা, নেককার ও চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সর্বদা কাজ করে থাকেন। তাই যদি আমরা হাক্কানী পীর/মাশায়েখ পেয়ে থাকি তবে তাদের সহবতে যেতে পারি । আর যদি মুমিন ব্যাক্তিদের পরিচিত নেককার আলেম/ইমাম/ওস্তাদদের সহবতে যেয়ে তাসাউফ শিখা যেতে পারে।

আমি আমার এই গবেষণা কাজের জন্য একটি মসজিদ এর খতিব সাহেবের মাসিক ইসলাহী মজলিস এ গিয়েছিলাম। উনি মুমিন ব্যাক্তিদের তাসাউফ শিখানোর জন্যে মাসে একবার উনার খানকাহ বা মাদ্রাসায় মজলিসের আয়োজন করেন। আমি দেখলাম, উনি দুরুদ শরীফ, কিছু যিকির, আমলি সুরা চর্চা করালেন এবং বাসায় নিয়মিত চর্চা করতে বললেন যাতে আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধি হয়। আমি খবর নিয়ে জেনেছি এই রকম আরো বেশ কয়েকটি খানকাহ বা মাদ্রাসা বা মসজিদ যেখানে এই রকম মাসিক ইসলাহী মজলিস হয় মুমিন বান্দাদের জন্যে এবং সেখানে কিছু নির্দিষ্ট যিকির (সুন্নাহ মোতাবেক), দুরুদ শারীফ, কিছু সুরা চর্চা করান এবং প্রতিদিন আমল করার পরামর্শ দেন। এই সকল খানকাহ যিনি পরিচালনা করেন তিনি নিজেকে পীর বলেন না। কিন্তু আমরা উনাদের পীর বলি, কারণ পীর হলেন শরীয়তের আদেশ নিষেধ পালন করার প্রশিক্ষণদাতা ।

আমি অন্যান্য কিছু খানকাহ এর ব্যাপারে খোজ নিয়েছি তারা কুরআন ও হাদিস কে প্রাধান্য না দিয়ে নিজেদের মতো করে হাদিসের ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করছে, তারা যেসব যিকির, দুরুদশারীফ বলে সেই গুলি কোন সহিহ হাদিসের কোথাও পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি নিজেই শরীয়তের বিধি-বিধান মানে না, নামায পড়ে না, পর্দা করে না, সতর ঢেকে রাখে না বা শরীয়তের আবশ্যকীয় কোন বিধান পালন করে না, রাসুল (সা) সুন্নাহ অনযায়ী আমল করে না সে ব্যক্তি কিছুতেই পীর বলা যায় না। অন্যদিকে তারা পত্রিকা, ইন্টারনেট, দেয়ালিকা, লিফলেট, ইত্যাদি তে বিজ্ঞাপন দেয় তাদের মুরিদ বা ভক্ত হওয়ার জন্য যাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় তারা ভন্ড।

কিছু পীর মাশায়েখ এমন ভাবে কথা বলেন যে, তাদের মুরীদদের পাপের বোঝা তারা বহন করবে/করে যা কুরআন ও হাদিস বিরোধী মত। আল্লাহ বলেন, "কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না।" (সুরা আনআমঃ ১৬৪)। কেউ নিজে আমল করে নিজের নাজাতের ব্যবস্থা না করলে কোন পীর তাকে নাজাত দিতে পারবে না । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গোত্র বনূ হাশেম, বনূ মুত্তালিব ও নিজ কন্যা ফাতেমাকে ডেকে বলেছেন, "হে বনী হাশেম, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর। হে বনূ আব্দিল মুত্তালিব, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর। হে ফাতেমা, তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর। আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাকে রক্ষায় কিছুই করতে পারবো না ।" (মুসলিম শরীফ)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তাসাউফ এর ব্যাপারে বাড়াবাড়িও করেন না ছাড়াছাড়িও করেন না । যারা মনে করেন পীর না ধরলে মুক্তি নেই তারা বাড়াবাড়িতে আছেন । আবার যারা মনে করেন পীর-মাশায়েখের কাছে যাওয়ার কোন দরকারই নেই তারা ছাড়াছাড়িতে রয়েছেন। আমাদের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে মানে পীর-মাশায়েখের ব্যাপারে বাড়াবাড়িও করা যাবে না আবার ছাড়াছাড়িও করা যাবে না। পীর ধরা ফরজ ওয়াজিব নয়, পীরের হাতে বায়াত হওয়া ফরজ বা ওয়াজিব নয়, একে সুন্নত বলা যেতে পারে।

যারা প্রচলিত তাসাউফকে অস্বীকার করেন তারা বিভিন্ন সন্দেহের ভিত্তিতে তা করে থাকেন। তারা মনে করেন প্রচলিত তাসাউফের যিকির, শোগল, মোরাকাবা ইত্যাদি বিদআত এবং এই কাজগুলোতে মানুষ জড়িয়ে পড়ার কারণে মানুষ তার নিয়মিত ইবাদত ছেড়ে দিচ্ছে বা ছেড়ে দেয়। কিন্তু এই সমসসাগুলি হছছে ভন্ড পীর মাশায়েখ এর জন্যে। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য তাসাউফ শাস্ত্রের ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ, মুজাদ্দিদে আলফেসানী, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী প্রমূখ মনিষীদের জীবনী দেখা যেতে পারে। তারা একদিকে তাসাউফের চর্চা ও পীর-মুরিদীর কাজেও তৎপর ছিলেন আবার তারা এক ব্যক্তি জীবনে এমন কাজ করে গেছেন যা এখন কোন বিরাট সংস্থা সংগঠন করে দেখাতে পারছে না।

আমরা যেমন ভাল ডাক্তার খুজি চিকিতসার জন্য, ভাল ইঞ্জিনিয়ার খুজি ভাল জিনিস বানানোর জন্য, তেমনি তাসাউফ শেখার জন্যে ভাল হাক্কানী আলেম-ওলামা বা পীর খুজে তার সহবতে থেকে হাতে কলমে তাসাউফ অর্জনের জ্ঞান হাসিল করতে হবে যাতে আমরা মুমিন বান্দারা সহজে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারি।

উপসংহার

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র (পরিশুদ্ধ) করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হেকমত।"(সুরা জুম'য়াঃ ২)

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পবিত্র (পরিশুদ্ধ) করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেয়।" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৬৪)

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে, "হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুণ যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন। এবং তাদের পবিত্র (পরিশুদ্ধ) করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।" (সুরা বাকারাহঃ১২৯) এই আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আ) এর দোয়াকে তুলে ধরা হয়েছে। কাবাগৃহ নির্মাণের পর তিনি এই দোয়া করেছিলেন।

আল্লাহ আরো বলেন, "যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমুহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র (পরিশুদ্ধ) করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন হেকমত এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না।"(সুরা বাকারাহঃ ১৫১)

উপড়ে বর্ণিত আয়াতগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াতের তিনটি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে,

- শরীয়তের আহকামের পাঠদান কুর আন পাঠের মাধ্যমে,
- কিতাব ও হেকমতের তালিম এবং
- তাজকিয়া ও আত্মসংশোধন পবিত্র করার মাধ্যমে

এই তিনটি কাজ মুমিন মুসলমানের ওপরও ফরজে কিফায়া। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচ্য তিনটি দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। কুরআন এ আল্লাহ যত আদেশ নির্দেশ দিয়েছেন, রাসুল (সা) মানুষকে তা এমন ভাবে শিখিয়েছেন সকল মানুষগুলো সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল। পূর্ববর্তী ইমাম/মনীষী/ওলী আওলিয়ারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে ইসলাম এর দাওয়াত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তারা মুমিনদেরকে এমন ভাবে তাজকিয়া করতেন সেই সব মুমিন বান্দারাও আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে যায়।

পীর/ওলী আওলিয়া/আলেম/মুয়াল্লেমরা একজন হাতে জ্ঞান বিতরণ করা শিক্ষক বা প্রশিক্ষক যেখানে মুমিন ব্যাক্তিরা এই জ্ঞান (তাসাউফ/ ইলমে তাসাউফ) অর্জন করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষকদের মর্যাদা এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন- "সন্দেহ নেই, যিনি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেন, তার প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন। তাঁর ফেরেশতাকুল, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের ভেতরে থাকা পিঁপড়াও, এবং মাছও এ ব্যক্তির জন্যে দুআ করে।" (জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন- "কেউ যখন কাউকে কোনো ভালো কাজের পথ দেখিয়ে দেয়, সে ব্যক্তি কাজটি করে যে সওয়াব পাবে, যে তাকে এর পথ দেখিয়ে দিল সেও অনুরূপ সওয়াব লাভ করবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১৩১)

নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্জ, ইত্যাদি শরিয়াতের জাহিরী বিধানের উপর আমল করা যেমন জরুরী তেমনি ইখলাস, তাকওয়া, সবর, শুকর, তাওবা, ইত্যাদি অন্তরের গুণাবলী অর্জন এবং রিয়া, তাকাব্বুর, তাদাব্বুর, ইত্যাদি অন্তরের ব্যাধি দূর করা তথা শরীয়তের বাতিনি বিধানের উপর আমল করাও জরুরী।

আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে নিজের তাজকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি করে। এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে।"(সুরা আ' লাঃ ১৪-১৫)

আল্লাহ বলেন, "তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।"(সুরা বাকারাহঃ ১৫২)

আল্লাহ আরো বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"(সুরা বাকারাহঃ ১৫৩)

আল্লাহ আরো বলেন,"নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে বেশি স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।" (সুরা আহজাবঃ ৩৫)

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে শরীয়তের সকল ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল ইবাদত সহ ইলমে তাসাউফ শেখার মাধ্যমে এই সকল মহত্ গুণ অর্জন করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার তাওফিক দান করুন। (আমিন)

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জী / তথ্যসুত্র

১) আল কুরআন এর বাংলা অনুবাদঃ https://quran.habibur.com/3/

২) https://ghrmehedihassan.wordpress.com/2018/03/25/%e0%a6%86%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a6%bf

৩) https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2021/09/30/1078329

৪) https://www.dailynayadiganta.com/religion/534860/%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE

৫) https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2021/09/30/1078329

৬) https://barta24.com/details/islam/67374/speaking-less-and-smiling-less-is-the-quality-of-believing

৭) https://banglanews24.com/islam/news/bd/632989.details

8) https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2020/10/11/964173

৯) হাকিকতে তাসাউফ – আল্লামা সাজ্জাদ হোসেন্ রনি চিশতি সাবেরী

১০) তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি গুরুত্ত ও প্রয়োজনীয়তা – শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি

১১) ইলমে মা'রেফাতের গোপন রহস্য বা সুফিতত্তের আত্মকথা – মোহাম্মদ ইউনুস ফকির

১২) মাসিক ইসলাহী বয়ান-০১- রহমতের ছায়ায় কিছুক্ষণ – শায়খ মুফতি মুশতাকুন্নবী হাফিজাহুল্লাহ

১৩) মাসিক ইসলাহী বয়ান-০২- আখিরাতের ভাবনা আর কখন? – শায়খ মুফতি মুশতাকুন্নবী হাফিজাহুল্লাহ

১৪) মাসিক ইসলাহী বয়ান-০৩- মাগফেরাত ও মহাপুরষ্কার প্রাপ্ত ১০ গুনের অধিকারী মুমিন – শায়খ মুফতি মুশতাকুন্নবী হাফিজাহুল্লাহ

১৫) মাসিক ইসলাহী বয়ান-০৪- ক্ষণস্থায়ী জীবনের মাকসাদ চিরস্থায়ী রবের সাক্ষাত – শায়খ মুফতি মুশতাকুন্নবী হাফিজাহুল্লাহ

১৬) তাকওয়া (বয়ান সংকলন # ০৭) -- শায়খ মুফতি মুশতাকুন্নবী হাফিজাহুল্লাহ

১৭) https://www.bd-pratidin.com/editorial/2020/01/21/494255

১৮) https://dhakamail.com/religion/47134

১৯) https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2022/07/20/1165201

২০) https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2021/07/31/1058483

২১) https://www.dhakapost.com/religion/129596

২২) https://www.jagonews24.com/religion/islam/740285

২৩) https://www.jugantor.com/todays-paper/features/islam-and-life/5813/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A

7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A6%A4

২৪) কছদুস সাবীল -- হাকিমূল উম্মত হজরত আশরাফ আলী থানভি (রহ.)

২৫) https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2018/02/02/597002

২৬) https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2022/11/30/1208277

২৭) https://www.alkawsar.com/bn/article/1571/

২৮) https://barishalcrimenews.com/
%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-
%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BE-
%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8D/

২৯) https://www.alkawsar.com/bn/article/2516/

৩০) তাসাউফের পরিচয় মুফতি আহমদ আবদুল্লাহ (amaderorthoneeti.com)

৩১) প্রশ্ন : তাসাউফ শিক্ষা মোমিনের হৃদয় আলোকিত কি (dailyinqilab.com)

৩২) তাসাউফ ও তরীকতের গুরুত্ব | জুমার খুতবা (senaninews.com)

৩৩) https://qualitycando.com/hsc-islamic-studies-view-final.php?id=62

৩৪) যিকরের পরিচয়, ফযীলত ও মা'রেফাতের হাকীকত (বয়ান সংকলন # ০৫) -- শায়খ মুফতি মুশতাকুন্নবী হাফিজাহুল্লাহ

৩৫) আত্মার পবিত্রতা কী? কেন? কীভাবে? (বয়ান সংকলন # ০৬) – খতীবে আযম আল্লামা নুরুল ইসলাম অলিপুরী (দা'বা')

৩৬) তাবিয়িদের চোখে দুনিয়া – ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল

৩৭) তাসাউফ তরিকত উত্পত্তি ও ক্রমবিকাশ – ড আবুল বয়ান মুহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান

৩৮) রাসুলের চোখে দুনিয়া – ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল

৩৯) সাহাবিদের চোখে দুনিয়া – ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল

৪০) আল্লাহোয়ালাদের এক গুছছ গল্প – শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দি

৪১) যেভাবে গুনাহ থেকে বেচে থাকবো – মুফতি শুআইবুল্লাহ খান মিফতাহি

৪২) ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ – মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দিন

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/110784879/